কিছুক্ষণ থাকো

তসলিমা নাসরিন

এখন না, একটু পরে যেও

কিছু শব্দ উঠে এসেছে মন থেকে। আমি তাদের নাম দিয়েছি কবিতা। শব্দগুলো মন থেকে উঠে আসা। মন থেকে শব্দরা উঠেছে। উঠে এই বইয়ের কাগজে জড়ো হয়েছে। মনের মূল্য দিই বলে শব্দগুলোার মূল্য দিচ্ছি। প্রেম মৃত্যু কলকাতা নিঃসঙ্গতা -- প্রিয় বিষয়গুলো আছেই। সবকিছুর মতো প্রেমও আটপৌরে হয়েছে আরও। কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটসএ বসে কবিতাগুলো লিখেছি, যখন হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরো একটি বছর কাটাতে হয়েছে আমাকে। কবিতা লিখতে তো আর বছর নিইনি, একটি শীতের ঋতুই ছিল যথেষ্ট। কবিতাই বা বলি কী করে, এর অনেকগুলোই কিন্তু কেবল চিঠি। খুব দূরের কাউকে লেখা প্রতিদিনকার সাদামাটা চিঠি। চার্লস নদীর পারে কেমব্রিজের চারদিক যখন তুষারে শাদা হয়ে থাকে আর আমার শীতার্ত শরীর জমে প্রায় পাথর হতে থাকে, আমি আধখানা সত্যি আধখানা স্বপ্ন থেকে প্রেমিক এনে আমাকে উত্তাপ দিই, আমাকে বাঁচাই আমি। পুরো শীতের ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতা থেকে এভাবেই বেঁচে উঠি।

আর আছে মৃত্যু। আর আছে কলকাতা। নিঃসঙ্গতা। মৃত্যু তো থাকেই আমার সঙ্গে, খুব আপন এক মানুষের না-থাকাটি সঙ্গে থাকে, সারাবেলা থাকে। ওর জন্য শীত গ্রীষ্ম দরকার হয় না। কলকাতার জন্যও হয় না। নিঃসঙ্গতার জন্য তো হয়ই না। এটি আমাকে ছেড়ে কোথাও কি আর কখনও যেতে চায়! আমিই কি চাই যে ও যাক! নিঃসঙ্গতা আমাকে কেবল কষ্টই দেয় কে বলেছে, সুখও তো দেয়!

মানবতার কথা আছে, নারীর কথা আছে। সব ঋতুতেই আছে, থাকে।

তসলিমা নাসরিন
২০০৪

ইয়াসমিনকে,
যে বোন, কিন্তু বোনের চেয়েও বেশি

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ

শিকড়ে বিপুল ক্ষুধা
নির্বাসিত বাহিরে অন্তরে
অতলে অন্তরীণ
বালিকার গোল্লাছুট
বেহুলা একা ভাসিয়েছিল ভেলা
আয় কষ্ট ঝেঁপে, জীবন দেব মেপে
নির্বাসিত নারীর কবিতা
জলপদ্য
খালি খালি লাগে

এবারের কলকাতা

এবারের কলকাতা আমাকে অনেক দিল
দুয়ো দুয়ো,
ছ্যা ছ্যা,
নিষেধাজ্ঞা,
চুনকালি, জুতো।

কলকাতা কিন্তু গোপনে গোপনে অন্য কিছুও দিয়েছে আমাকে।
জয়িতার জল-জল চোখদুটো
ঋতা পারমিতার মুগ্ধতা
বিরাট একটি আকাশ দিয়েছে বিরাটিতে
২ রবীন্দ্রপথের বাড়ির খোলা বারান্দাটি আকাশ নয়তো কী!

কলকাতা আমার ভোরগুলো ভরে দিয়েছে লাল গোলাপে
আমার বিকেলগুলোর বেণী খুলে ছড়িয়েছে হাওয়ায়
আলতো স্পর্শ করেছে আমার সন্ধেগুলোর চিবুক
এবারের কলকাতা আমাকে ভালোবেসেছে খুব
সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়েই তো চার দিনে চার কোটি চুমু খেল!
মাঝে মধ্যে কলকাতা একেবারে মায়ের মত,
ভালোবাসছে কিন্তু একবারও বলছে না যে বাসছে, কেবল বাসছে।

ভালোবাসে বলেই বুঝি আমি কলকাতা কলকাতা করি!
না বাসলেও, দুর দুর করে যদি তাড়ায়ও
কলকাতার আঁচল ধরে আমি কিন্তু বেয়াদপের মত দাঁড়িয়েই থাকবো,
ঠেলে সরাতে চাইলেও, যা হয় হোক, এক পা সরবো না।
ভালবাসতে বুঝি একা সে-ই পারে, আমি পারি না?

কলকাতার প্রেম

তোমাকে তিরিশ তিরিশ লাগে, অথচ তুমি তেষট্টি
তেষট্টি হও, তিরিশ হও তাতে কার কী এলো গেলো
তুমি তুমিই; তেমনই, তোমাকে ঠিক যেমন হলে মানায়।

চোখদুটোর দিকে যখনই তাকাই, মনে হয় ওই চোখ বুঝি দুহাজার বছর ধরে চিনি
ঠোঁটের দিকে, চিবুকের দিকে, হাত বা হাতের আঙুলের দিকে
তাকাতে নিলেই দেখি চিনি
দুহাজার কেন, তারও চেয়ে আগে থেকে চিনি।
এত চিনি যে মনে হয় চাইলেই ওগুলো ছুঁতে পারি, যে কোনও সময়,
রাতে, দুপুরে, এমনকী রাতদুপুরেও।
মনে হয় যখন খুশি যা খুশি করতে পারি ওগুলোকে,
রাত জাগাতে পারি--
চিমটি কাটতে পারি, চুমু খেতে পারি, যেন ওগুলো আমার কিছু।

আমার এই মনে হওয়ার দিকে তিরিশ-তিরিশ তুমি
অনেকবার তো তাকিয়েছো, কিছু বলোনি কিন্তু।
যখন এককেবারে হাওয়া হয়ে যাবো, তখন কেবল
দুহাত ভরে লাল গোলাপ দিলে,
গোলাপের কোনও আলাদা অর্থ কী করে করি!
গোলাপ তো আজকাল যে কেউ হামেশাই যে কাউকে দিচ্ছে, কেবল দিতে হয় বলেই।
আমি কিন্তু অপেক্ষা করছিলাম, কিছু বলো কি না
কিছু বলোনি।
মনে মনেও বলো কিনা দেখছিলাম,
তাও বলোনি।

কেন?
বয়স হলে বুঝি ভালোবাসতে নেই?

মন

গাছগুলোকে কেটে মেরে নকশা কাটা বাড়িগুলো গুঁড়ো করে
ম্যাচবাক্সের মত এমন বিদঘুটে দালান তুলছিস কেন রে?
তোর হয়েছে কি?
তুই কি স্থাপত্যে স্মৃতিতে শ্রীতে আর তেমন বিশ্বাস করিস না?
তোর বুঝি খুব টাকার দরকার?
এত টাকা দিয়ে তুই কী করবি কলকাতা?
নিউইয়র্ক হবি?

তোর খুব চাই চাই বাড়ছে,
কাকে ঠকিয়ে নাম করবি, কী ভাঙিয়ে কী হবি--এই নিয়ে আছিস!
তোর সন্ধের আড্ডাগুলো
তখন মরা মানুষের মত হাসতে থাকে যখন বোতল থেকে বেরিয়ে আসা দৈত্য ধরতে
হুমড়ি খেয়ে পড়িস আর এর ওর নামে অর্ধেক রাত খিস্তি করে
যেমন পারিস তেমন করেই দুটো
রবীন্দ্র মেরে দিয়ে টলতে টলতে বাড়ি যাস উপুড় হতে।
তুই কি ভালো আছিস কলকাতা?
যাহ বাজে বকিস নে, ভালো থাকলে কেউ বুঝি এত টাকা টাকা করে? এত গয়না গড়ায়?

তোর কি এখন আর সময় হয় শিশির ছোঁওয়ার? রামধনু চোখে পড়লে কি
সব ফেলে দাঁড়িয়ে যাস না? কোথাও কি কারও পাশে বসিস, যদি দুঃখ দেখিস?
তোর কি সেই মন এখন আর একটুও নেই?
পকেটে পয়সা নেই, অথচ নিজেকে রাজা-রাজা মনে হওয়ার মন?

মেয়েটি

মেয়েটি একা,
মেয়েটি অসহ্য রকম একা, এরকমই সে একা,
এরকম নির্লিপ্তি আর জগতের সকল কিছুতে তার নিস্পৃহতা নিয়ে একা,
এভাবেই সে বেঁচে আছে দীর্ঘ দীর্ঘ কাল নির্বাসনে।
কেবল কলকাতাই তরঙ্গ তোলে মেয়েটির স্থির হয়ে থাকা জলে,
কেবল কলকাতাই তাকে বারবার নদী করে দেয়, কলকাতাই
কানে কানে ভালো থেকো মন্ত্র দেয়। কেবল কলকাতাই।

কলকাতার ধুলোয় কালো হয়ে আছে মেয়েটির শরীর
আর ওদিকে তার মনের চোখের নিচে
যত কালি পড়েছিল, সব কালি শুষে নিয়ে
এই কলকাতাই কেমন ফরসা করে রেখেছে সব কিছু।
দুজন মিলে এখন জগতের না দেখা রূপগুলো দেখছে,
না পাওয়া সুখগুলো পাচ্ছে।
কত রকম অসুখ কলকাতার,
কতরকম নেই নেই,
অনটন
অথচ জাদুর মত কোত্থেকে যে সে বের করে আনে হিরে মানিক!
মেয়েটি প্রেমহীন ছিল অনেক বছর,
তাকে, না চাইতেই এক গাদা প্রেম দিয়ে দিল কলকাতা।

এসেছি অস্ত যেতে

পুবে তো জন্মেছিই, পুবেই তো নেচেছি, যৌবন দিয়েছি,
পুবে তো যা ঢালার, ঢেলেইছি
যখন কিছু নেই, যখন কাঁচা পাকা, যখন চোখে ছানি, ধুসর ধুসর,
যখন খালি খালি, যখন খাঁ খাঁ -- এসেছি অস্ত যেতে পশ্চিমে।

অস্ত যেতে দাও অস্ত যেতে দাও দাও অস্ত যেতে
না দিলে স্পর্শ করো, একটু স্পর্শ করো, স্পর্শ করো একটুখানি
লোমকূপে বুকে
স্পর্শ করো ত্বকের মরচে তুলে ত্বকে, চুমু খাও,
কণ্ঠদেশ চেপে ধরো, মৃত্যুর ইচ্ছেটিকে মেরে ফেলো,
সাততলা থেকে ফেলো! স্বপ্ন দাও, বাঁচাও।

পুবের শাড়ির আঁচলটি বেঁধে রেখে পশ্চিমের ধুতির কোঁচায়
রঙ আনতে যাবো আকাশপারে,
যাবে কেউ? পশ্চিম থেকে পুবে,
দক্ষিণ থেকে উত্তরে ঘুরে ঘুরে
এই তো যাচ্ছি আনতে উৎসবের রঙ, আর কারও ইচ্ছে হলে চলো,
কারও ইচ্ছে হলে আকাশদুটোকে মেলাতে, চলো।
মিলে গেলে অস্ত যাবো না, ওই অখন্ড আকাশে আমি অস্ত যাবো না,
কাঁটাতার তুলে নিয়ে গোলাপের বাগান করব, অস্ত যাবো না,
ভালোবাসার চাষ হবে এইপার থেকে ওইপার, দিগন্তপার
সাঁতরে সাঁতরে এক করে দেবো গঙ্গা পদ্মা ব্রহ্মপুত্র, অস্ত যাবো না।

প্রিয় মুখ

আপনার মুখটি দেখলে আপনাকে কলকাতা বলে মনে হয়
আপনি কি জানেন যে মনে হয়?
আপনি কি জানেন যে আপনি খুব অসম্ভব রকম খুব আস্ত রকম কলকাতা?
জানেন না তো! জানলে মুখটি বারবার আপনি ফিরিয়ে নিতেন না।
একটা কথা শুনুন —
আপনার মুখে তাকালে আমি আপনাকে দেখি না, দেখি   কলকাতাকে,
কপাল কুঁচকে আছে রোদে, চোখের কিনারে দুর্ভাবনার ভাঁজ,
গালে কালি,
ঠোঁটে বালি,
দৌড়োচ্ছেন আর বিশ্রি রকম ঘামছেন,
অনেকদিন ভালো কোনও খাবার নেই, অনেকদিন মেজে স্নান হয় না,
ঘুম হয় না!

আপনি কি ভেবে বসে আছেন আপনার প্রেমে পড়েছি আমি যেহেতু
আপনাকে আমি কাছে টেনে আনছি, সামনে বসাচ্ছি,
চিবুক ধরে মুখটি তুলছি, তন্ময় তাকিয়ে আছি,
আর আমার চোখের কোণে বিন্দু বিন্দু স্বপ্ন জমা হচ্ছে!
আপনার ঠোঁটের দিকে যখন আমি আমার ভেজা ঠোঁটজোড়া এগিয়ে নিচ্ছি,
আপনি কেঁপে উঠছেন সুখে!
আপনি তো জানেন না কেন আমার ঠোঁট বারবার যেতে চাইছে
আপনার ঠোঁটে
গালে
আপনার কপালে
চোখের কিনারে।
কেন আমার আঙুল আপনার মুখটি স্পর্শ করছে, ধীরে ধীরে চুলগুলো গুছিয়ে দিচ্ছে,
কুঁচকে থাকাগুলোকে মিলিয়ে দিচ্ছে
ভাঁজগুলোকে নিভাঁজ করছে,
ঘাম মুছে দিচ্ছে, কালি বালি সব তুলে নিচ্ছে!
কেন চুমু খাচ্ছি এত মুখটিকে, জানেন না।
আপনি তো জানেন না যখন আপনাকে বলি যে আপনাকে ভালোবাসি

আসলে আমি কাকে বাসি ভালো,
জানেন না বলে এখনও আশায় আশায় আছেন।
আহ, তুমি আশায় থেকো না তো!
কাউকে এমন কাঙালের মত তাকিয়ে থাকতে   দেখতে ভাল লাগে না,
এত বোকা কেন তুই! কেন দেখিস না যে আমার হাতটি নিয়ে যতবার
অন্য কোথাও রাখতে চাস, আমি রাখি না
এত যে দৃষ্টি আমার সরাতে চাস, আমি যে তবু স্থির থাকি মুখে, মুখেই।
আমি যে পুরো রাত্তির কেবল জেগে কাটিয়ে দিই
পুরো জীবন   কাটিয়ে দিতে পারি তোর মুখে চেয়েই, তোর মুখ চেয়েই!

কলকাতা–কালচার

রবীন্দ্রসদনে আজ গান হচ্ছে, নন্দনে বাজাচ্ছে আমজাদ,
শিশির মঞ্চে নাটক হচ্ছে, অ্যাকাডেমিতেও কিছু একটা
কলকাতার গরম গরম কালচার–পাড়ায় দাঁড়িয়ে এখন গরম গরম চা খাও
ইতিউতি দেখ, চেনা মুখ খোঁজো, পেলে মাথাটা ঝাঁকাও,
এই কী খবর বল,
এমনভাবে দাঁড়াও সিঁড়িতে বা গাছটার তলে যেন সকলেই দেখে তোমাকে,
তুমি যে কালচার পাড়ায় নিয়মিত, দেখে।
তুমি যে দশটা পাঁচটা করেও কালচার নিয়ে আছো, দেখে
সংসারের সাত রকম ঝামেলা সয়েও কালচারটা যে রেখেছো, দেখে
যেন তোমার সুতোর কাজের পাঞ্জাবি দেখে, শাড়ির নেশা নেশা রঙ দেখে,
তোমার গান–গান কবিতা–কবিতা মুখ দেখে
যেন তোমার থিয়েটারি চুল দেখে, ফিল্মি ভাবসাব দেখে
কালচার শালার বাপের বাপ যে তুমি, যেন দেখে।

এমনভাবে হাঁটো কথা বলো যেন দর্শক শ্রোতারা জেনে যায়
নিদেনপক্ষে একটা অ্যামবাসাডার বা মারুতি তোমার থাকতেও পারে।
এমনভাবে হাসো যেন লোকে বোঝে মনে কোনও দুঃখ নেই তোমার,
যেন বোঝে, তুমি একটা বড়লোকের পাড়ায় বাস করো,
তুমি ওইসব বিচ্ছিরি বস্তিতে বাস করো না,
শহরের দশ লক্ষ মানুষ যেখানে করে।
আরেকটু পা বাড়াও, কারও পাশে ঘন হয়ে দাঁড়াও, মনে মনে চুমু খাও
খেয়ে পুলকে পুরুস্কু হয়ে বোঝাও যে তুমি ওই দুর্ভাগা দশ লক্ষের কেউ নও।

তুষারের ঝড়ে

হঠাৎ কে যেন আমাকে ছুড়ে দিল এখানে, তুষারের ঝড়ে
যতদুর চোখ যায়, যতদুর যায় না, চোখ ধাঁধানো সাদা, শুধু সাদা, শুধু সাঁ সাঁ
উদ্বাহু নৃত্য চলছে তুষার-কন্যার, শুকনো পাতার মত আমাকে ওড়াচ্ছে,
পাকে ফেলে খুলে নিচ্ছে গা ঢাকার সবকটা কাপড়।
আমার চুল চোখ,
আমার সব,
আমার সর্বাঙ্গ ঢেকে গেছে তুষারে।
আকাশ নেমে এসেছে একেবারে কাছে, ছুঁতে নিলেই
জীবন্ত একটি ডাল খসে পড়ল,
আকাশ এখন আর আকাশের মত নয়,
মুখ থুবড়ে সেও পড়েছে ঝড়ে।
দুএকটি গাছ হয়ত ছিল কোথাও, ভেঙে ভেঙে তলিয়ে যাচ্ছে তুষার-স্তূপে
প্রকৃতির কাফন আমাকে মুড়িয়ে নিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কোথাও, কোনও গর্তে।
ঠোঁটদুটো কাঁপছে আমার, কান লাল হয়ে আছে, নাকে গালে রক্ত জমে আছে,
হাতের আঙুলগুলো সাদা, হিম হয়ে থাকা সাদা,
আঙুলগুলোকে আঙুল বলে বোধ হচ্ছে না, কয়েক লক্ষ সুঁই যেন বিঁধে আছে আঙুলে,
আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না আর, কিছুকে দেখতে পাচ্ছি না,
সব সাদা, মৃত্যুর মত নৈঃশব্দের মত চন্দ্রমল্লিকার মত
একটু একটু করে রক্তহীন হচ্ছে ত্বক,
একটু একটু করে তীব্র তীক্ষ্ণ শীতার্ত দাঁত আমাকে খেতে খেতে খেতে খেতে
আমার পা থেকে, হাত থেকে উরুর দিকে বাহুর দিকে হৃদপিণ্ডের দিকে উঠে আসছে,
উঠে আসছে।

আমি জমে যাচ্ছি
জমে যাচ্ছি আমি
গোটা আমিটি
বরফের
একটি
পিণ্ড
হয়ে
যাচ্ছি ...

ও দেশ, ও কলকাতা, একটু আগুন দিবি?

শেষ পর্যন্ত

না, কলকাতা
শেষপর্যন্ত তুমিও আমার কোনও সমাধান নও
তুমিও আমার প্রশ্নগুলোর কোনও উত্তর নও।
বিশ্বাস কী, তুমিও যে কোনও মুহূর্তে হয়ে উঠতে পারো
যে কোনও শহরের মত লম্পট, কপট।
যে কোনও মুহূর্তে বেছে নিতে পারো হাদিক চারদিক ছেড়ে অমানবিক পারমাণবিক দিক।
বিশ্বাস কী, মঞ্চে মঞ্চে তোমার ওই নাটক হয়ত নাটকই
কৃচ্ছ্রসাধনের দিকে ভালো করে তাকালেই দেখব কৃত্রিমতা, ফাঁকি।
বিশ্বাসী কী!

তোমার কাছে বাঁচতে এলে তুমিও যদি উষ্ণতা হারিয়ে ফেলো,
মুখ ফিরিয়ে আর সব শহরের মত নিষ্ঠুরতা দেখাও!
ভালোবাসো বলো, বলো ভালোবাসো, আসলে বাসো না!
তোমার সুন্দরগুলোর পিছন-দরজায় উঁকি দিয়ে যেদিন দেখে ফেলবো
কুৎসিতের ডাঁই!
যদি জেনে ফেলি মুখে যাই বলো না কেন, আসলে তুমি তাকেই দিচ্ছ যার আছে,
আর যার নেই তাকে ঠকিয়েই যাচ্ছো প্রতিদিন!
যদি দেখি তলে তলে তুমিও সন্ত্রাসে ব্যস্ত, মনে মনে একটা খুনী তুমি!
যদি মন ওঠে!
মন যদি ওঠে!
তোমার থেকে মন ওঠা মানে ব্রম্মাণ্ড থেকে ওঠা,
তুমি নেই মানে কিছু নেই, শেষ খড়কুটোটুকু নেই।

তুমি তো স্বপ্ন, তুমি স্বপ্ন, তুমি স্বপ্ন হয়েই থাকো
আমি পৃথিবীর পথে তোমাকে নিয়ে হেঁটে বেড়াবো,
এক শহর থেকে আরেক শহরে, কোনও শহরই যে আপন নয় আমি জানবো,
আমি জানবো দূরে কোথাও একটি শহর আছে, কলকাতা নাম,
দূরে কোথাও একটি শহর আছে, আমার শহর,
জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল শহর, অনিন্দ্য সুন্দর শহর,
একটি শহর আছে, কলকাতা নাম
একটি শহর আছে আমার শহর, আমার ভালোবাসার শহর।

শেষ পর্যন্ত আমি জানি তুমি আমার কোনও সুখ নও,

ওম শান্তি নও।
তবু স্বপ্ন আছে, প্রাণে স্বপ্ন আছে, স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বুঝি বাঁচে?
স্বপ্ন আছে থাক, কলকাতা দূরে থাক।

কলকাতা তুই তোর হৃদয়

সবখানেই পুঁজিবাদের হাতি হাঁটছে, সবখানেই সাম্রাজ্যবাদ
মাথায় পাগড়ি পরে বসে আছে
তুমি একবিন্দু পিঁপড়ে কামড় দিলে টেরও পায় না কেউ
তেমন কিছু পারো না কেবল লালসার জিভ দেখতে পারো
বেলায় বেলায় জিভের একশটা মরা মৌমাছি পারো
মুখে মুখে কৃত্রিম হাসি দেখতে পারো
হাসির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকেই আস্ত কঙ্কালের খুলি দেখে আঁতকে উঠতে পারো
মানুষের শরীরগুলো তুমি আর দেখতে পাচ্ছো না শরীরগুলো
এখন কাগজ এখন ডলার–ইউরো–পাউণ্ড   লিমোজিনে   চড়ছে   কনকর্ডে উঠছে
মাসে মাসে আরমানি কিনছে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র সেরে আসছে
এদের বুক খুলে খুলে দেখে এসেছো হৃদয় নেই
খুলি খুলে দেখেছো মস্তিষ্ক নেই
চোখ খুলে দেখেছো দৃষ্টিহীন
হাত রাখতেই হাতের মধ্যে পচা মাংস আর পুঁজ উঠে আসছে
এরা অনেককাল মৃত
অনেককাল এরা কোনও শ্বাস নেয় না।
তুমি যখন এদের ফেলে দৌড়ে উল্টোদিকে পালাচ্ছো
দেখ ভিড় দেখ কয়েক কোটি জলজ্যান্ত মানুষ এদের অনুসরণ করছে
মানুষগুলো পাথর–পাথর হাতে তোমাকে ভিড়ের মধ্যে টেনে নিতে চাইছে
তুমি সন্ত্রস্ত তুমি   সজোরে সরোষে ছাড়িয়ে নিচ্ছো নিজেকে
পাথর–পাথর জিভগুলো চুকচুক শব্দ করছে
পাথর–পাথর চোখগুলোয় করুণা
তুমি পালাচ্ছো––
প্রাণপণ দৌড়ে এবার শহর ছাড়ছো তুমি মানুষ খুঁজছো তুমি
রক্তমাংসের মানুষ
মানুষ খুঁজছো হন্যে হয়ে যে মানুষ গান গায়
যে মানুষ স্বপ্ন দেখে যে মানুষ ভালোবাসে
উন্মাদের মত মানুষ খুঁজছো
খুঁজছো
একটি শহর খুঁজছো যে শহরের হৃদয় বলে কিছু আছে
এখনও কিছু অবশিষ্ট আছে তিল পরিমাণ হলেও আছে
তুমি দৌড়োচ্ছো যেন শত বছর ধরে শত শতাব্দি ধরে দৌড়োচ্ছো
উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়োচ্ছো তোমার চুল উড়ছে চুলে জট বাঁধছে চুলে পাক ধরছে
তোমার ত্বকে ধুলো লাগছে ভাঁজ পড়ছে

চোখের কোলে কালি পড়ছে
পায়ে জুতো নেই পায়ে কাদা পায়ে কাঁটা পায়ে রক্ত

তুমি খুঁজে পেলে শেষে পেলে
হাঁপাতে হাঁপাতে তুমি থামলে শ্বাস নিলে
তুমি কলকাতায় থেমেছো মেয়ে

মৃত্যু

ছিল, নেই

মানুষটি শ্বাস নিত, এখন নিচ্ছে না।
মানুষটি কথা বলত, এখন বলছে না।
মানুষটি হাসত, এখন হাসছে না।
মানুষটি কাঁদত, এখন কাঁদছে না।
মানুষটি জাগত, এখন জাগছে না।
মানুষটি স্নান করত, এখন করছে না।
মানুষটি খেত, এখন খাচ্ছে না।
মানুষটি হাঁটত, এখন হাঁটছে না।
মানুষটি দৌড়োত, এখন দৌড়োচ্ছে না।
মানুষটি বসত, এখন বসছে না।
মানুষটি ভালবাসত, এখন বাসছে না।
মানুষটি রাগ করত, এখন করছে না।
মানুষটি শ্বাস ফেলত, এখন ফেলছে না।

মানুষটি ছিল, মানুষটি নেই।

দিন পেরোতে থাকে, মানুষটি ফিরে আসে না।
রাত পেরোতে থাকে, মানুষটি ফিরে আসে না।
মানুষটি আর মানুষের মধ্যে ফিরে আসে না।
মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে যে মানুষটি নেই,
মানুষ ধীরে ধীরে ভুলে যেতে থাকে যে মানুষটি ছিল।

মানুষটি কখনও আর মানুষের মধ্যে ফিরে আসবে না।
মানুষটি কখনও আর আকাশ দেখবে না, উদাস হবে না।
মানুষটি কখনও আর কবিতা পড়বে না, গান গাইবে না।
মানুষটি কখনও আর ফুলের ঘ্রাণ শুঁকবে না।
মানুষটি কখনও আর স্বপ্ন দেখবে না।

মানুষটি নেই।
মানুষটি মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, মানুষটি ছাই হয়ে গেছে, মানুষটি জল হয়ে গেছে।
কেউ বলে মানুষটি আকাশের নক্ষত্র হয়ে গেছে।
যে যাই বলুক, মানুষটি নেই।
কোথাও নেই। কোনও অরণ্যে নেই, কোনও সমুদ্রে নেই।

কোনও মরুভূমিতে নেই, লোকালয়ে নেই, দুরে বহুদূরে একলা একটি দ্বীপ, মানুষটি ওতেও নেই।
পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও আর যাকে পাওয়া যাক,
মানুষটিকে পাওয়া যাবে না।
মানুষটি নেই।

মানুষটি ছিল, ছিল যখন, মানুষটিকে মানুষেরা দুঃখ দিত অনেক।
মানুষটি ছিল, ছিল যখন, মানুষটির দিকে মানুষেরা ছুঁড়ে দিত ঘৃণা।
মানুষটি ছিল, ছিল যখন, মানুষটিকে ভালবাসার কথা কোনও মানুষ ভাবেনি।
মানুষটি যে মানুষদের লালন করেছিল, তারা আছে, কেবল মানুষটি নেই।
বৃক্ষগুলোও আছে, যা সে রোপন করেছিল, কেবল মানুষটি নেই।
যে বাড়িতে তার জন্ম হয়েছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে বাড়িতে তার শৈশব কেটেছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে বাড়িতে তার কৈশোর কেটেছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে বাড়িতে তার যৌবন কেটেছিল, সে বাড়িটি আছে।
যে মাঠে সে খেলা খেলেছিল, সে মাঠটি আছে।
যে পুকুরে সে স্নান করেছিল, সে পুকুরটি আছে।
যে গলিতে সে হেঁটেছিল, সে গলিটি আছে।
যে রাস্তায় সে হেঁটেছিল , সে রাস্তাটি আছে।
যে গাছের ফল সে পেরে খেয়েছিল, সে গাছটি আছে।
যে বিছানায় সে ঘুমোতো, সে বিছানাটি আছে।
যে বালিশে সে মাথা রাখত, বালিশটি আছে।
যে কাঁথাটি সে গায়ে দিত, সে কাঁথাটি আছে।
যে গেলাসে সে জল পান করত, সে গেলাসটি আছে।
যে চটিজোড়া সে পরত, সে চটিজোড়াও আছে।
যে পোশাক সে পরত, সে পোশাকও আছে।
যে সুগন্ধী সে গায়ে মাখত, সে সুগন্ধীও আছে।
কেবল সে নেই।

যে আকাশে সে তাকাত, সে আকাশটি আছে
কেবল সে নেই।
যে বাড়ি ঘর যে মাঠ যে গাছ যে ঘাস যে ঘাসফুলের দিকে সে তাকাত, সব আছে
কেবল সে নেই।

মানুষটি ছিল, মানুষটি নেই।

না– থাকা

একটি ভীষণ না–থাকাকে সঙ্গে নিয়ে আমি প্রতি রাত্তিরে ঘুমোতে যাই;
ঘুমোই, ঘুম থেকে উঠি, কলঘরে যাই --- না–থাকাটি সঙ্গে থাকে।

দিনের হই চই শুরু হয়ে যায় দিনের শুরুতেই,
একশ একটা লোকের সঙ্গে ওঠাবসা––
এই কর সেই করর দৌড়োদৌড়ি––
লেখালেখি––
এ কাগজ পাচ্ছি তো ও কাগজ গেল কই!
হাটবাজার, খাওয়াখাদ্যি, সব কিছুর মধ্যে ওই না–থাকাটি থাকে।

সন্ধেবেলা থিয়েটারে
রেস্তোরাঁ বা ক্যাফের   আড্ডার   হুল্লোড়ে, হাসিতে
এ বাড়িতে ও বাড়িতে অভিনন্দনে, আনন্দে
ছাদে বসে থাকায়, বসে চাঁদ দেখায়
দেখে চুমু খাওয়ায়,
নিভৃতে থাকে, না–থাকাটি থাকে।

যখন ভেঙে আসি,
বই গড়িয়ে পড়েছে, চশমাটিও––
হেলে পড়া শরীরটিকে আলতো ছুঁয়ে
মাঝরাত্তিরে চুলে বিলি কেটে কেটে না–থাকাটি বলে,
'মা গো, বড় ক্লান্ত তুমি, এবার ঘুমোতে যাও।'

যেও না

যেও না। আমাকে ছেড়ে তুমি এক পাও কোথাও আর যেও না।
গিয়েছো জানি, এখন উঠে এসো। যেখানে শুয়ে আছো, যেখানে তোমাকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে
সেখান থেকে লক্ষ্মী মেয়ের মত উঠে এসো।
থাকো আমার কাছে, যেও না। কোথাও আর কোনওদিন যেও না।
কেউ নিতে চাইলেও যেও না।
রঙিন রঙিন লোভ দেখিয়ে কত কেউ বলবে, এসো। সোজা বলে দেবে যাবো না।
সারাক্ষণ আমার হাতদুটো ধরে রাখো,
সারাক্ষণ শরীর স্পর্শ করে রাখো,
কাছে থাকো, চোখের সামনে থাকো,
নিঃশ্বাসের সঙ্গে থাকো,
মিশে থাকো।
আর কোনওদিন কেউ ডাকলেও যেও না।
কেউ ভয় দেখালেও না।
হেঁচকা টানলেও না।
ছিঁড়ে ফেললেও না।
যেও না।
আমি যেখানে থাকি, সেখানে থাকো, সারাক্ষণ থাকো।
আবার যাপন করো জীবন,
যেরকম চেয়েছিলে সেরকম জীবন তুমি যাপন করো আবার।
হাত ধরো, এই হাত থেকে কাঁড়ি কাঁড়ি সুখ তুলে নাও।
আমাকে বুকে রাখো, আমাকে ছুঁয়ে থাকো, যেও না।
তোমাকে ভালোবাসবো আমি, যেও না।
তোমাকে খুব খুব ভালোবাসবো, যেও না।
কোনওদিন আর কষ্ট দেব না, যেও না।
চোখের আড়াল করবো না কোনওদিন, তুমি যেও না।
তুমি উঠে এসো, যেখানে ওরা তোমাকে শুইয়ে দিয়েছে, সেখানে আর তুমি শুয়ে থেকো না,
তুমি এসো, আমি অপেক্ষা করছি, তুমি এসো।
তোমার মুখের ওপর চেপে দেওয়া মাটি সরিয়ে তুমি উঠে এসো,
একবার উঠে এসো, একবার শুধু।
আমি আর কোনওদিন কোথাও তোমাকে একা একা যেতে দেব না।
কথা দিচ্ছি, দেব না।
তুমি উঠে এসো।
তোমাকে ভালোবাসবো, উঠে এসো।

তুই কোথায় শেফালি

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তুই কোথায়
আমার খুব তোকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করছে
তোর সঙ্গে আমার খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে
অনেকক্ষণ ধরে কথা, সারাদিন ধরে কথা, সারারাত ধরে কথা

আমার জানতে ইচ্ছে করছে অনেক কিছু
আমাকে একটু একটু করে, আমার খুব কাছে বসে, চোখে তাকিয়ে
চোখে না তাকিয়ে, হেসে, না হেসে, চুলে বিলি কেটে কেটে না কেটে কেটে
তুই বলবি সব, যে কথাগুলো বলার তোর কথা ছিল।
আমারও তো শোনার কথা ছিল শেফালি।
তুই কোথায় শেফালি?
যেখানে আছিস, সেখানে কি তোকে এখন দুবেলা খেতে দেয়?
তোকে জামা কাপড় দেয়, টাকা পয়সা দেয়?
নাকি তোকে কাপড় ধুতে পাঠিয়ে জলকলের মেশিনে হাত দিতে বলে,
যেন তুই জ্বলে যাস, যেন তুই ছাই হয়ে যাস!
যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা তোর আর্তনাদ শোনে, যেন হাত না বাড়ায়, যেন না বাঁচায়!
যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তারা তোর মরে যাওয়া দেখে!

তোর কিছু গোপন স্বপ্ন ছিল,
সেই স্বপ্নের কথা তুই বলবি বলেছিলি,
একটি ঘরের স্বপ্ন ছিল তোর, তোর নিজের ঘরের,
জন্মে তো কখনও নিজের কোনও ঘর দেখিসনি!
সেই স্বপ্ন, নিজেই নিজের জীবনের কর্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন।
খুব গোপন স্বপ্ন।
আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোকে,
কাছে বসে, আমাকে ছুঁয়ে না ছুঁয়ে, কেঁদে না কেঁদে
তুই সেইসব সর্বনাশা স্বপ্নের কথা, বেহায়া বেশরম সুরে বলবি, সারাদিন বলবি

চারদিকে কোথাও তুই নেই কেন, হাত শুধু ফিরে ফিরে আসে,
আমাকে পেতে দে তোকে, পেতে দে,
ফিরিয়ে দিস না শেফালি!

ছিলে

একটু আগে তুমি ছিলে, ভীষণরকম ছিলে, নদীটার মত ছিলে, নদীটা তো আছে,
পুকুরটা আছে, খালটা আছে।
এই শহরটার মত, ওই গ্রামটার মত ছিলে। ঘাসগুলোর মত, গাছগুলোর মত।
ছিলে তুমি, হাসছিলে, কথা বলছিলে, ধরা যাক কাঁদছিলেই, কিন্তু কাঁদছিলে তো, কিছু
একটা তো করছিলে, যা কিছুই করো না কেন, ছিলে তো!
ছিলে তো তুমি, একটু আগেই ছিলে।

কিছু ঘটলো না কোথাও, কিছু হলো না, হঠাৎ যদি এখন বলো যে তুমি নেই!
কেউ এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলে যে তুমি নেই,
বসে আছি, লিখছি বা কিছু, রান্নাঘরে লবঙ্গ আছে কি না খুঁজছি, আর অমনি শুনতে হল
তুমি নেই। তুমি নেই, কোথাও নেই, তুমি নাকি একেবারে নেইই,
তোমাকে নাকি চাইলেই আর কোনওদিন দেখতে পাবো না! আর কোনওদিন নাকি কথা
বলবে না, হাসবে না, কাঁদবে না, খাবে না, দাবে না, ঘুমোবে না, জাগবে না, কিছুই নাকি
আর করবে না!

যত ইচ্ছে বলে যাও যে তুমি নেই, যত ইচ্ছে যে যার খুশি বলুক,
কোনও আপত্তি নেই আমার, কেন থাকবে, আমার কী! তোমাদের বলা না বলায় কী যায়
আসে আমার! আমার শুধু একটাই অনুরোধ, করজোড়ে একটা অনুরোধই করি,
আমাকে শুধু বিশ্বাস করতে বোলো না যে তুমি নেই।

ফিরে এসো

কোনও একদিন ফিরে এসো, যে কোনও একদিন, যেদিন খুশি
আমি কোনও দিন দিচ্ছি না, কোনও সময় বলে দিচ্ছি না, যে কোনও সময়।
তুমি ফিরে না এলে এই যে কী করে কাটাচ্ছি দিন
কী সব কাণ্ড করছি,
কোথায় গেলাম, কী দেখলাম
কী ভালো লেগেছে, কী না লেগেছে -- কাকে বলবো!
তুমি ফিরে এলে বলবো বলে আমি সব গল্পগুলো রেখে দিচ্ছি।
চোখের পুকুরটা সেচে সেচে খালি করে দিচ্ছি, তুমি ফিরে এলে যেন
এই জগৎসংসারে দুঃখ বলে কিছু না থাকে।
তুমি ফিরে আসবে বলে বেঁচে আছি, বেঁচে থেকে যেখানেই যা কিছু সুন্দর পাচ্ছি, দেখে
রাখছি, তুমি এলেই সব যেন তোমাকে দেখাতে পারি।
যে কোনও একদিন ফিরে এসো, ভর দুপুরে হোক, মধ্যরাত্তিরে হোক --
তোমার ফিরে আসার চেয়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে আর কিছু নেই।
বিশ্ব ব্রম্মাণ্ডের সমস্ত সুন্দর জড়ো করলেও
তোমার এক ফিরে আসার সুন্দরের সমান হবে না।
ফিরে এসো,
যখন খুশি।
নাও যদি ইচ্ছে করে ফিরে আসতে,
তবু একদিন এসো, আমার জন্যই না হয় এসো,
আমি চাইছি বলে এসো,
আমি খুব বেশি চাইছি বলে।
আমি কিছু চাইলে কখনও তো তুমি না দিয়ে থাকোনি!

প্রেম

শুনছো!

আমি তুমুল প্রেমে পড়েছি তোমার,
শুনছো, শুনতে পাচ্ছো?
এমন প্রেমে অনেককাল আমি পড়িনি
এমন করে কেউ আমাকে অনেককাল আচ্ছন্ন করে রাখেনি।
এমন করে আমার দিনগুলোর হাত পা রাতের পেটে সেঁধিয়ে যায়নি
এমন করে রাতগুলো ছটফট করে মরেনি!
গভীর ঘুম থেকে টেনে আমাকে তুমি বসিয়ে দিলে--
এভাবে কি হয় নাকি?
আমি হাত বাড়াবো আর এখন তোমাকে পাবো না, রাতের পর রাত পাবো না!
আমি ঘুমোবো না, একফোঁটা ঘুমোবো না,
কোথাও যাবো না, কিছু শুনবো না, কাউকে কিছু বলবো না,
স্নান করবো না, খাবো না!
শুধু ভাববো তোমাকে, ভাবতে ভাবতে যা কিছুই করিনা কেন,
সেগুলো ঠিক *করা* হয়না--
ভাবতে ভাবতে আমি বই পড়ছি, আসলে কিন্তু পড়ছি না,
বইয়ের অক্ষরে চোখ বুলোনো ঠিকই হবে, পড়া হবে না
ভাবতে ভাবতে আমি সেন্ট্রাল স্কোয়ারে যাচ্ছি, যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না,
ঘন্টা দুই আগে পেরিয়ে গেছি স্কোয়ার, আমি কিন্তু হাঁটছিই,
কিছুই জানি না কী পেরোচ্ছি, কোথায় পৌঁচোচ্ছি,
এর নাম হাঁটা নয়, কোথাও যাওয়া নয়,
এ অন্য কিছু, এ কারও তুমুল প্রেমে পড়া।

কিছু একটা করো, স্পর্শ করো আমাকে, চুমু খাও
শুধু ঠোঁটে নয়, সারা শরীরে চুমু খাও, তুমুল চুমু খাও
অত দূরে অমন করে বসে থেকো না, উড়ে চলে এসো, উড়ে এসে চুমু খাও।
আমার ঠোঁটজোড়া ঠাণ্ডায় পাথর হয়ে আছে, তোমার উষ্ণতা কিছু দাও,
তুমি তো আগুন, আমার অমল অনল, এসো তোমাকে তাপাবো,
তোমাকে তাপাতে দাও।

শুনছো,
তুমুল প্রেমে তুমিও পড়ো না গো!

দুঃখ

যখন দুঃখ আমাকে অন্ধকার একটি গর্তের দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে
তখন আমার শরীর কোনও একটি শরীর যে করেই হোক চায়
দুঃখের দীর্ঘ ছায়া হৃদয় ঢেকে দিতে থাকে আর শরীরখানা পাগল হয়ে ওঠে সুখ পেতে
পাগল হয়ে প্রেম চায়   কারও প্রেমের পাগলামো চায়
দুঃখ চায় না

রাতগুলো

একদিন অনেক রাতে ফোন করলে,
ঘুম থেকে জেগে সে ফোন ধরতে ধরতে অনেকটা সময় চলে গেল
ইস আরেকটু হলে তো রেখেই দিতে!
সেই থেকে কোনও রাতেই এখন আর আমি ঘুমোই না,
যদি ফোন করো!
যদি কথা বলতে ইচ্ছে করো!
অনেক অনেক কথা আমি মনে মনে মুখস্ত করে রাখি তোমাকে বলবো বলে,
যদি কোনওদিন কথা শুনতে ইচ্ছে করো!

দিনে তো ঘুমোইই না, দিনে তো হঠাৎ হঠাৎ ফোন করই তুমি,
দিনে কিন্তু তোমাকে আমি বলি না আমি যে রাত জেগে থাকি!
সব কথা তো আর তোমার জানার দরকার নেই,
কিছু কথা আমি একা জানলেই তো হল!

যদি আবার ফোন করো, ফোন বাজতে থাকে আর ধরতে ধরতেই রেখে দাও ওদিকে,
যদিও একবারই করেছিলে, সেই রাতের পর আর করোনি, কিন্তু যদি করে ফেলো হঠাৎ
কোনও রাতে! ঘুমোই না, জেগে থাকি ফোনটা হাতের কাছে নিয়ে।
আমার কিন্তু খুব ইচ্ছে হয় তোমাকে ফোন করি,
যে কথা আমার বলতে ইচ্ছে করে, বলি।
কিন্তু ফোন করি না, বলি না, তুমি যদি আবার বলে বসো প্রেমে পড়ে আমার মাথাটা গেছে,
ণত্ব ষত্ব জ্ঞান নেই!
প্রেমেও পড়বো, মাথাও ঠিক থাকবে --- এরকমটা ভালো জানো বলে
মাথাটা যে সত্যি সত্যি আমার গেছে তার কিছুই তোমাকে বুঝতে দিই না।
তার চেয়ে এই ভেবে ছাড়া ছাড়া সুখ পাও যে প্রেমে পড়েছি,
আজকালকার চালাকচতুর রমণীরা যেরকম প্রেমে পড়ে।
এই ভেবেই স্বস্তি পাও যে তুমি এখন আমাকে ছেড়ে গেলেও,
আমার খুব একটা কিছু যাবে আসবে না।

তোমার কী!

বলেছিলে জিনস পরে যেন না ঘুমোই
জিনস পরেই কিন্তু ঘুমোচ্ছি,
ইচ্ছে করেই খুলে রাখছি না।
কেন রাখবো?
আমার যদি ত্বকে অসুখ হয়, সে আমার হবে,
তোমার কী!

তুমি তো আমাকে আর ভালোবাসো না যে আমার কিছু একটা মন্দ হলে তুমি কষ্ট পাবে!
হোক না অসুখ, হোক।

অভিশাপ

প্রেম আমাকে একেকবারে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে,
আমি আর আমি নেই, আমাকে আমি আর চিনতে পারি না,
আমার শরীরটাকে পারি না, মনটাকে পারি না।
হাঁটাচলাগুলোকে পারি না,
দৃষ্টিগুলোকে পারি না,
কী রকম যেন অদ্ভুত হয়ে যাচ্ছি, বন্ধুদের আড্ডায় যখন হাসা উচিত
আমি হাসছি না, যখন দুঃখ করা উচিত, করছি না।
মনকে কিছুতেই প্রেম থেকে তুলে এনে অন্য কোথাও মুহূর্তের জন্য
স্থির করতে পারি না।
পুরো জগতটিতে এখন অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে,
চাঁদ সুর্যের ঠিক নেই, রাত দিনের ঠিক নেই,
আমার জীবন গেছে, জীবন-যাপন গেছে,
নাশ হয়ে গেছে।

এখন শত্রুর জন্য যদি অভিশাপ দিতে হয় কিছু, আমি আর
বলি না যে তোর কুষ্ঠ হোক,তুই মরে যা, তুই মর।
এখন বড় স্বচ্ছন্দে এই বলে অভিশাপ দিয়ে দিই ---- তুই প্রেমে পড়।

চোখ

খালি চুমু চুমু চুমু
এত চুমু খেতে চাও কেন?
প্রেমে পড়লেই বুঝি চুমু খেতে হয়!
চুমু না খেয়ে প্রেম হয় না?
শরীর স্পর্শ না করে প্রেম হয় না?

মুখোমুখি বসো,
চুপচাপ বসে থাকি চলো,
কোনও কথা না বলে চলো,
কোনও শব্দ না করে চলো,
শুধু চোখের দিকে তাকিয়ে চলো,
দেখ প্রেম হয় কি না!
চোখ যত কথা বলতে পারে, মুখ বুঝি তার সামান্যও পারে!
চোখ যত প্রেম জানে, তত বুঝি শরীরের অন্য কোনও অঙ্গ জানে!

আরও প্রেম দিও

আরও প্রেম দিও আমাকে, এত অল্প প্রেমে আমার হয় না, আমি পারি না।
আরও প্রেম দিও, বেশি বেশি প্রেম দিও
যেন আমি রেখে কুলিয়ে উঠতে না পারি,
যেন চোখ ভরে,
হৃদয়ের সবকটি ঘর যেন ভরে যায়
যেন শরীর ভরে, এই তৃষ্ণার্ত শরীর।
প্রেম দিতে দিতে আমাকে অন্ধ করে দাও,
বধির করে দাও, আমি যেন শুধু তোমাকেই দেখি,
কোনও ঘৃণা, কোনও রক্তপাত যেন আমাকে দেখতে না হয়,
আমি যেন আকাশপার থেকে ভেসে আসা তোমার শুভ্র শব্দগুলো শুনি,
কোনও বোমারু বিমানের কর্কশতা, কারও আর্তনাদ, চিৎকার আমার কানে যেন না পৌঁছোয়।
দীর্ঘকাল অসুখ আর মৃত্যুর কথা শুনতে শুনতে আমি ক্লান্ত
দীর্ঘকাল প্রেমহীনতার সঙ্গে পথ চলে আমি ক্লান্ত,
আমাকে শুশ্রুষা দাও, স্নান করিয়ে দাও তোমার শুদ্ধতম জলে।

যদি ভালো না বাসো, তবে বোলো না কিন্তু যে ভালোবাসো না,
মিথ্যে করে হলেও বোলো যে ভালোবাসো,
মিথ্যে করে হলেও প্রেম দিও,
আমি তো সত্যি সত্যি জানবো যে প্রেম দিচ্ছ,
আমি তো কাঁটাকে গোলাপ ভেবে হাতে নেব,
আমি তো টেরই পাবো না আমার আঙুল কেটে গেলে কাঁটায়,
রক্ত শুষে নেবে আঙুল থেকে, এদিকে ভাববো বুঝি চুমু খাচ্ছো।

প্রেম দিও, যত প্রেম সারাজীবনে সঞ্চয় করেছো তার সবটুকু,
কোথাও কিছু লুকিয়ে রেখো না।
আমার তো অল্পতে হয় না, আমার তো যেন তেন প্রেমে মন বসে না,
উতল সমুদ্রের মত চাই, কোনওদিন না ফুরোনো প্রেম চাই,
কলঙ্কী কিশোরীর মত চাই,
কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত চাই।

পাগল বলবে তো আমাকে? বলো।

শুয়ে শুয়ে

আমার সঙ্গে শোবে এসো,
তোমার উরুতে আমি আমার মাথাটি রাখছি,
আর আমার কাত হয়ে শোওয়া কোমরের খাঁজে তোমার বাহু রাখো,
এভাবে ভাই বোনের মত, বোন বোনের মত, টোনাটুনির মত, সুকসারীর মত,
পেঙ্গুইন দম্পতির মত চলো শুয়ে থাকি।

শুয়ে শুয়ে কবে কোন শিশুকালে দুপুরের পুকুরে হাঁসের সাঁতার দেখেছিলে,
একটি বাচ্চা হাঁস পথ হারিয়ে কাঁদছিল, ওকে তুলে নিয়ে মা–হাঁসের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলে––
শুয়ে শুয়ে দৌড়োতে দৌড়োতে হঠাৎ একটি শিমুল গাছকে ছুঁয়ে ছিলাম যখন পাঁচ বছর বয়স, সেই আমার প্রথম শিমুল   ছোঁয়া, প্রজাপতির পেছনে ছুটতে ছুটতে   একটি পাহাড়ের সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম, সেই আমার প্রথম পাহাড় –––––
এইসব বলবো আমরা পরস্পরকে,
আমাদের কৈশোর বলবো, যৌবন বলবো।
বার্ধক্যের কথা মুখে বলবো না, ওটি আমরা
গাঢ় করে গভীর করে চুমু খেতে খেতে পরস্পরের প্রতিবিন্দু স্পর্শ করতে করতে
নগ্ন হতে হতে
ভালোবাসতে বাসতে
বলবো।

এমন ভেঙে চুরে ভালো কেউ বাসেনি আগে

কী হচ্ছে আমার এসব!
যেন তুমি ছাড়া জগতে কোনও মানুষ নেই, কোনও কবি নেই, কোনও পুরুষ নেই, কোনও প্রেমিক নেই, কোনও হৃদয় নেই!
আমার বুঝি খুব মন বসছে সংসারকাজে?
বুঝি মন বসছে লেখায় পড়ায়?
আমার বুঝি ইচ্ছে হচ্ছে হাজারটা পড়ে থাকা কাজগুলোর দিকে তাকাতে?
সভা সমিতিতে যেতে?
অনেক হয়েছে ওসব, এবার অন্য কিছু হোক,
অন্য কিছুতে মন পড়ে থাক, অন্য কিছু অমল আনন্দ দিক।
মন নিয়েই যত ঝামেলা আসলে, মন কোনও একটা জায়গায় পড়ে রইলো তো পড়েই রইল।
মনটাকে নিয়ে অন্য কোথাও বসন্তের রঙের মত যে ছিটিয়ে দেব, তা হয় না।
সবারই হয়ত সবকিছু হয় না, আমার যা হয় না তা হয় না।

তুমি কাল জাগালে, গভীর রাত্তিরে ঘুম থেকে তুলে প্রেমের কথা শোনালে,
মনে হয়েছিল যেন স্বপ্ন দেখছি
স্বপ্নই তো, এ তো একরকম স্বপ্নই,
আমাকে কেউ এমন করে ভালোবাসার কথা বলেনি আগে,
ঘুমের মেয়েকে এভাবে জাগিয়ে কেউ চুমু খেতে চায়নি
আমাকে এত আশ্চর্য সুন্দর শব্দগুচ্ছ কেউ শোনায়নি কোনওদিন
এত প্রেম কেউ দেয়নি,
এমন ভেঙে চুরে ভালো কেউ বাসেনি।
তুমি এত প্রেমিক কী করে হলে!
কী করে এত বড় প্রেমিক হলে তুমি? এত প্রেম কেন জানো? শেখালো কে?
যে রকম প্রেম পাওয়ার জন্য সারাজীবন অপেক্ষা করেছি, স্বপ্ন দেখেছি, পাইনি
আর এই শেষ বয়সে এসে যখন এই শরীর খেয়ে নিচ্ছে একশ একটা অসুখ-পোকা
যখন মরে যাবো, যখন মরে যাচ্ছি --- তখন যদি থোকা থোকা প্রেম এসে ঘর ভরিয়ে দেয়,
মন ভরিয়ে দেয়, তখন সবকিছুকে স্বপ্নই তো মনে হবে,
স্বপ্নই মনে হয়।
তোমাকে অনেক সময় রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে হয় না,
হঠাৎ ঝড়ে উড়ে হৃদয়ের উঠোনে
যেন অনেক প্রত্যাশিত অনেক কালের দেখা স্বপ্ন এসে দাঁড়ালে।

আগে কখনও আমার মনে হয়নি ঘুম থেকে অমন আচমকা জেগে উঠতে আমি আসলে খুব ভালোবাসি
আগে কখনও আমার মনে হয়নি   কিছু উষ্ণ শব্দ আমার শীতলতাকে একেবারে পাহাড়ের চুড়োয় পাঠিয়ে দিতে পারে
আগে কখনও আমি জানিনি যে কিছু মোহন শব্দের গায়ে চুমু খেতে খেতে আমি রাতকে ভোর করতে পারি।

অকাজ

অনেকবার ফোন বাজলো, কেউ ধরলো না
কথা বলতে চাইলাম, কেউ বললো না
সারাদিন কোনও চিঠি নেই, কেউ লিখলো না
কেউ ভাবলো না
মনে করলো না
কেউ জাগালো না
ভালোবাসলো না।

কী জানি, হয়ত এই ফোন করা, কথা বলা, চিঠি লেখা সবকিছুকে এখন বড় অকাজ বলে মনে হচ্ছে কারও কাছে!
ধীরে ধীরে ভুলে যায় মানুষ, ভুলেই তো যায়, কেউ হয়ত ভুলে যাচ্ছে।
আমার কিন্তু কখনও এসবের কিছুকে অকাজ বলে মনে হবে না,
সকলে ভুলে যাক, আমি ভুলবো না,
ভালো কেউ না বাসুক, নিভৃতে আমিই বাসবো,
এ জগতটিকে, জগতের হৃদয়বান মানুষগুলোকে ভালোবেসে আমি তো অন্যকে নয়, নিজেকেই ধন্য করি,
এর চেয়ে বড় কাজ আর কী আছে জীবনে?

আমি আছি, দূরে বহুদূরে, কোথাও, কোনওখানে
এখনও শ্বাস নিচ্ছি, নিঝুম চরাচরে নিজের শ্বাসের শব্দে হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠি,
স্বপ্নটাকে রেখে দিয়েছি খুব যত্ন করে নেপথলিনে মুড়ে
যাবো কলকাতায়
যাবো আবার
দেখা হবে প্রিয় প্রিয় মানুষের সঙ্গে
হাতে হাত রেখে হাঁটা হবে, রাতের কলকাতাকে কোনও কোনও রাতে
ঘুম থেকে তুলে পালিয়ে যাওয়া যাবে,
সারারাত অকাজ করে ভোর হলে আবার অকাজে মন দেব,
সারাদিন অকাজে দিন যাবে,
রাজি?

কাঁপন ১৪

বয়স যত বাড়ে তত বয়স খসে পড়ে
শরীর আগে স্পর্শ করো, প্রেমের কথা পরে।

কাঁপন ১৫

সাঁতার কাটতে আসছো না যে! ব্যস্ত বুঝি কাজে?
যুবক তুমি কাকে দিচ্ছ ফাঁকি!
ভাটির দিন তো শেষ হয়েছে আমার, জোয়ার শুধু বাকি।

কাঁপন ১৬

চল্লিশে এসে ক্ষয়রোগে পড়ে আজ মরি তো কাল মরি
এ শরীর ভয়ঙ্করী
কিজানি কিসেতে   গড়েছি
প্রেমিক পেলেই দেখি সবে আমি ঘোলোয় পড়েছি।

কাঁপন ১৭

শরীরের এই হাল, শরীরে গ্রীষ্মকাল!
স্নানের জল আছে? ও যুবক জল আছে তো!
তোর একার জলে না হলে? যুবকের দল কাছে তো!

কাঁপন ১৮

শরীর কি শুধু রাত্তিরেই চায় বজ্রপাত! চায় ছিঁড়ে ফুঁড়ে আসা ঝড় তুফান!
সারাদিন দেখি ফুঁসে ওঠে জল, সারাদিন দেখি অলিতে গলিতে বান!

কাঁপন ১৯

আমি ততটা যুবতী নই যতটা ছিলাম আগে
কিন্তু তত তো বৃদ্ধা নই যত আমি হব।
তোমার স্পর্শে   যদি এ শরীর জাগে,
তুমি যে হও সে হও, কোনও দ্বিধা নেই, শোবো।

কাঁপন ২০

মনের বয়স এখনও আমার ষোলো,
শরীর সেদিন একুশ পেরোলো।
-- বললো সে এই বিয়াল্লিশে,
তোমাকে পিষে প্রেমের বিষে।

কাঁপন ২১

এমন তোলপাড় করে, আমূল তছনছ করে শরীরের সব মধু নিলে তুমি মৌমাছি
অবশিষ্ট যেটুকু আছি সেটুক লেহন করে আমাকে নিঃশেষ করো, আমি বাঁচি।

নিঃস্ব

শরীর তোকে শর্তহীন দিয়েই দিলাম,
যা ইচ্ছে তাই কর,
মাচায় তুলে রাখ বা মশলা মেখে খা
কী যায় আসে আমার তাতে, কিছু কি আর আমার আছে!
সেদিন থেকে আমার কিছু আমার নেই, যেদিন থেকে মন পেলি তুই,
সবই তোকে দিয়ে থুয়ে নিঃস্ব হয়ে মরে আছি।
আমি তোর হাতের মুঠোয়,
আমি তোর মনের ধুলোয়,
গায়ে পায়ে শক্তি ছিল, নেই। সবই তোর, তুই ঋদ্ধ ভগবান।

শরীরটাকে কষ্ট দিলে আমার কেন কষ্ট হবে!
এ তো এখন তোরই শরীর।
মনটা যদি নষ্ট করিস, ছিঁড়ে ফিরে কুকুর খাওয়াস,
ক্ষতি আমার একটুও নেই,
ও মন আমি ফেরত নিয়ে কোথায় যাবো!
ও মন ধুয়ে জল খাবো কি!
ও মন কি আর আমাকে চেনে! আমাকে বাসো ভালো!
বাসে এক তোকেই, তোকেই জাদুকর।

যেহেতু তুমি, যেহেতু তোমার

তোমার কপালের ভাঁজগুলোকেও আমি লক্ষ করছি যে আমি ভালোবাসি,
ভালোবাসি কারণ ওগুলো তোমার ভাঁজ,
তোমার গালের কাটা দাগটাকেও বাসি, যেহেতু দাগটা তোমার
আমার দিকে ছুঁড়ে দেওয়া তোমার বিরক্ত দৃষ্টিটাকেও ভালোবাসছি,
যেহেতু   দৃষ্টিটা তোমারই।
তোমার বিতিকিচ্ছিরি টালমাটাল জীবনকেও পলকহীন দেখি, তোমার বলেই দেখি।

তোমাকে দেখলেই আগুনের মত ছুটে যাই তোমার কাছে, তুমি বলেই,
হাত বাড়িয়ে দিই, তুমি বলেই তো,
হাত বাড়িয়ে রাখি, সে হাত তুমি কখনও স্পর্শ না করলেও রাখি, সে তুমি বলেই তো।

এ প্রেম নয়

সারাক্ষণ তোমাকে মনে পড়ে
তোমাকে সারাক্ষণ মনে পড়ে
মনে পড়ে সারাক্ষণ।
তুমি বলবে আমি ভালোবাসি তোমাকে, তাই।
কিন্তু এর নাম কি ভালোবাসা?
নিতান্তই ভালোবাসা? যে ভালোবাসা হাটে মাঠে না চাইতেই মেলে!
ভালো তো আমি বাসিই কত কাউকে, এরকম তো মরে যাই মরে যাই লাগে না!
এ নিশ্চয় ভালোবাসার চেয়ে বেশি কিছু, বড় কিছু।
তোমার কথাগুলো, হাসিগুলো আমাকে এত উষ্ণ করে তোলে যেন
হিমাগারে শুয়ে থাকা আমি চোখ খুলছি, শ্বাস নিচ্ছি।
বলবে, আমি প্রেমে পড়েছি তোমার।
কিন্তু প্রেমে তো জীবনে আমি কতই পড়েছি,
কই কখনও তো মনে হয়নি কারও শুধু কথা শুনেই, হাসি শুনেই
বাকি জীবন সুখে কাটিয়ে দেব, আর কিছুর দরকার নেই!
এ নিশ্চয়ই প্রেম নয়, এ প্রেম নয়, এ প্রেমের চেয়ে বড় কিছু, বেশি কিছু।

যদি বাসোই

তুমি যদি ভালোই বাসো আমাকে, ভালোই যদি বাসো,
তবে বলছো না কেন যে ভালো বাসো! কেন সব্বাইকে জানিয়ে দিচ্ছ না যে ভালোবাসো!
আমার কানের কাছেই যত তোমার দুঃসাহস!

যদি ভালোবাসো, ওই জুঁইফুলটি কেন জানে না যে ভালোবাসো!
ফুলটির দিকে এত যে চেয়ে রইলাম, আমাকে একবারও তো বললো না যে ভালোবাসো!
এ কীরকম ভালোবাসা গো! কেবল আমার সামনেই নাচো!
এরকম তো দুয়োর বন্ধ করে চুপি চুপি তুমি যে কারও সামনেই নাচতে পারো।
আমি আর বিশ্বাস করছি না, যতই বলো।
আগে আমাকে পাখিরা বলুক, গাছেরা গাছের পাতারা ফুলেরা বলুক,
আকাশ বলুক, মেঘ বৃষ্টি বলুক, রোদ বলুক চাঁদের আলো বলুক, নক্ষত্ররা বলুক,
পাড়া পড়শি বলুক, হাট বাজারের লোক বলুক, পুকুরঘাট বলুক, পুকুরের জল বলুক যে তুমি ভালোবাসো আমাকে!
শুনতে শুনতে যখন আর তিষ্ঠোতে না পারবো তখন তোমাকে ওই চৌরাস্তায় তুলে একশ লোককে দেখিয়ে চুমু খাবো, যা হয় হবে।

ভালোবাসা কি গোপন করার জিনিস! দেখিয়ে দেখিয়েই তো
শুনিয়ে শুনিয়েই তো ভালোবাসতে হয়।
ভালোবাসা নিয়ে আমরা জাঁকালো উৎসব করবো, ধেই ধেই নাচবো, নাচাবো,
সুখবর বুঝি আমরা চারদিকে ঢোল বাজিয়ে জানিয়ে দিই না!
জুইঁফুলটি যেদিন বলবে যে তুমি আমাকে ভালোবাসো, সেদিনই কিন্তু তোমাকে বলবো যে তোমাকেও বাসি, তার আগে একটুও নয়।

রাত

কত কত রাত কেটে যাচ্ছে একা বিছানায়,
রাতগুলো ঘুমিয়ে, না ঘুমিয়ে, একা
স্বপ্নে, না স্বপ্নে, একা
একাকীত্বে একা
পিপাসায় তৃষ্ণায়
বিছানার এক কিনারে আমি, বাকিটা ফাঁকা, অসভ্যের মত ফাঁকা।
তাকে পেতে ইচ্ছে করে আমার, আমার বাঁ পাশে, আমার ডানে,
আমার ওপরে, আমার নীচে।

একজনকে এনে মনে মনে আমি শুইয়ে দিই বিছানায়
সে আমাকে চুমু খায়, চুল থেকে পায়ের নখ অবদি ভিজিয়ে ফেলে
সে আমাকে নগ্ন করে, ভালোবাসে
সারারাত ভালোবাসে,
সারারাত সাত আকাশে উড়ে বেড়ায়, ঘুড়ি ওড়ায়,
সারারাত আমি শীর্ষসুখে মরি--
এরকম রাত কাটে আমার, মনে মনের রাত কাটে।

রাতগুলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দিন দিন, রাতগুলো নিভে যাচ্ছে
তাকে হয়ত পাবো একদিন, একদিন পাবো তাকে, শুধু রাতগুলোকেই পাবো না।

বাঁচা

আমার ভালোবাসা থেকে তুমি বাঁচতে চাইছো,
দৌড়োচ্ছো যেন তোমাকে ছুঁতে না পারি,
দৌড়োচ্ছো আর বলছো যে   তুমি কচি খোকা নও,
কিশোর নও, যুবক নও, তোমার অনেক বয়স এখন,
তুমি এখন বৃদ্ধ, ধীশক্তি দৃষ্টিশক্তি কমছে, তুমি চাওনা ভালোবাসা এসে তোমার
হৃদপিণ্ডটাকে এখন মারুক, তোমার ঘুম হারাম করুক, তোমাকে এক শরীর ছটফট দিক।
তুমি বাঁচতে চাইছো ভালোবাসার উৎপাত থেকে।
ভাবছো, তোমার বয়স দেখে উল্টোপথে হাঁটবো আমি, মন গুটিয়ে নেব!
ভাবছো, বয়স তোমাকে বাঁচাবে।

কী করে তুমি ভাবলে যে বয়স তোমাকে ভালোবাসা থেকে বাঁচাবে?
বয়স তোমাকে আমার ভালোবাসা থেকে বাঁচাবে না,
ভালোবাসা তোমাকে বাঁচাবে বয়স থেকে।

এসো এখানে, লক্ষ্মী ছেলের মত এসো আমার কাছে, আমার ভালোবাসা নাও।

কোথাও কেউ

কোথাও না কোথাও বসে ভাবছো আমাকে, আমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে তোমার,
মনে মনে আমাকে দেখছো, কথা বলছো,
হাঁটছো আমার সঙ্গে, হাত ধরছো,
হাসছো।
এমন যখন ভাবি, এত একা আমি, আমার একা লাগে না,
ঘাসগুলোকে আগের চেয়ে আরও সবুজ লাগে,
গোলাপকে আরও লাল,
স্যাঁতস্যাঁতে দিনগুলোকেও মনে হয় ঝলমলে,
কোথাও না কোথাও আমার জন্য কেউ আছে
এই ভাবনাটি আমাকে নির্ভাবনা দেয়,
ঘোর কালো দিনগুলোয় আলো দেয়,
আর যখন ওপরে ওপরে দেখাই যে পায়ের তলায় খুব মাটি আছে,
আসলে নেই, আসলে পা তলিয়ে যাচ্ছে, তখন মাটি দেয়।
যখন মনে হয় ভীষণ এক ঝড়ো হাওয়ায় উল্টে যাচ্ছি, যেন একশ শকুন আমার দিকে উড়ে আসছে, হিংস্র হিংস্র মানুষ দৌড়ে আসছে আমাকে খুবলে খাবে –– অসহায় আমিটিকে ভাবনাটি নিরাপত্তা দেয়।
কেউ ফিরে তাকায় না, কেউ স্পর্শ করে না, ভালোবাসে না
দেখেও আমি যে ভেঙে পড়ি না, আমি যে ভেসে যাই না, আমি যে কেঁদে ভাসাই না––
সে তো তোমার কারণেই, কোথাও না কোথাও তুমি আছো বলে।
আছো, কোথাও আছো
যে কোনওদিন আমি ইচ্ছে করলে তোমাকে পেতে পারি,
এই ভাবনাটি তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে পারছে আমাকে,
আমাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারছে।

তোমার জন্য

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠছি, তোমার জন্য উঠছি,
শুয়ে আছি অনেকক্ষণ বিছানায়, তোমার জন্য,
মনে মনে আমি তুমি হয়ে আমাকে দেখছি,
তুমি আমাকে এরকম শুয়ে থাকতে দেখতে পছন্দ করছো হয়ত,
শুয়ে থেকে তোমাকে ভাবছি, তোমাকে কাছে চাইছি,
হয়ত তুমি পছন্দ করছো আমি যে ভাবছি, আমি যে চাইছি।
উঠে চা করে আনছি,
তোমার দেখতে ভালো লাগবে যে আমি চায়ে চুমুক দিচ্ছি, তাই দিচ্ছি।
স্নান করছি, তোমার জন্য করছি।
তুমি হয়ে আমার নগ্ন শরীরে আমি তাকিয়ে আছি,
যে পোশাকে আমাকে মানায় মনে করো, সে পোশাক পরছি,
গান গাইছি, যে রকম গাইলে তুমি বিহ্বল হও,
হাসছি, যে ভাবে হাসলে তুমি হাসো,
দিনের কাজগুলো প্রতিদিন আধখেঁচড়া থেকে যাচ্ছে, মন নেই কোথাও,
দিনকে ঠেলে পাঠাতে থাকি দ্রুত রাতের দিকে, রাত পার করছি যেন রাত নয়,
ভয়ঙ্কর একটি সাঁকো দৌড়ে পেরোচ্ছি।
আমি দিন পার করছি কোনওরকম কাটিয়ে না কাটিয়ে
সব এড়িয়ে পেরিয়ে সেই সময়ের কাছে পৌঁছতে চাইছি, যে সময়টিতে তুমি আসবে।

আমি বেঁচে আছি তোমার জন্য, তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে একদিন।

যখন নেই, তখন থাকো

যখন আমার সঙ্গে নেই তুমি,
আমার সঙ্গে তুমি তখন সবচেয়ে বেশি থাকো।
আমি হাঁটি, পাশাপাশি মনে হয় তুমিও হাঁটছো,
তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বাজারে যাই,
যা যা খেতে পছন্দ করো, কিনি, তুমি নেই জেনেও কিনি।
রাঁধি যখন, দরজায় যেন হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছো,
মনে মনে কথা বলি।
খেতে বসি, ভাবি তুমিও বসেছো।
যা কিছুই দেখি, পাশে দাঁড়িয়ে তুমিও দেখছো,
শুনি, শুনছো।
তত্ত্বে তর্কে, গানে গল্পে পাশে রাখি তোমাকে।
তুমি সারাদিন সঙ্গে থাকো,
যতক্ষণ জেগে থাকি, থাকো,
ঘুমোলে স্বপ্নের মধ্যে থাকো।
তুমি নেই, অথচ কি ভীষণভাবে তুমি আছো।

তুমি যখন সত্যিকার সঙ্গে থাকো, তখন কিন্তু এত বেশি সঙ্গে থাকো না।

সময়

সময় চলে যাচ্ছে-- এই বীভৎস ব্যাপারটি দেখতে ইচ্ছে করে না
তাই অনেককাল ঘড়ির দিকে তাকাইনি,
অনেককাল হাতে আমি ঘড়ি পরি না,
আর যেই না তুমি বলছো সোয়া দশটায় কোথাও দেখা হবে কী দেড়টায় বাড়িতে আসবে কী সাতটায় থিয়েটারে,
অমনি তড়িঘড়ি ঘড়ি খুঁজে হাতে পরছি, ঘরের সবগুলো টেবিলে দেয়ালে
বাচ্চা-মেয়ের মত রাখছি, টাঙাচ্ছি।
যেন একটি দিনের একটি বেলার একটি মুহূর্ত বেরিয়ে না যায় কোনও ফাঁক দিয়ে,
যেন ভুল করে সময়ের সামান্য এদিক ওদিক করে তোমাকে না হারাই,
না হারাই কোনওদিন।

জীবনের তিনভাগ পার করে এসে যখন একভাগ বাকি,
জানি যে জীবন খুব ভয়ঙ্কর রকম ছোট, খুব বিচ্ছিরি রকম ছোট ,
জানি যে প্রতিটি মুহূর্ত বড় অমূল্য, একটি মুহূর্তকেও
কোথাও তাই একফোঁটা দিতে চাইনি যেতে।
আর এখন, কখনও কোনও রাতে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা থাকলে
পুরো দিনটুকুকে জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে চাই,
দিন দৌড়ে চলে যাক চাই,
সময়ের আগেই সময় যাক চাই,
রাত আসুক চাই,
তুমি এসো চাই।
কবে যে কখন সময়ের চেয়েও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠলে তুমি!
সময় যে যাচ্ছে, সে খেয়ালটি নেই,
জীবন যে ফুরোচ্ছে, সে বোধটি নেই,
মৃত্যু জিনিসটি যে খুব ভয়ঙ্কর, সে ভাবনাটি নেই।
তুমি এসে কি আমার ভালো করলে কিছু!

ব্যক্তিগত ব্যাপার

ভুলে গেছো যাও,
এরকম ভুলে যে কেউ যেতে পারে,
এমন কোনও অসম্ভব কীর্তি তুমি করোনি,
ফিরে আর তাকিও না আমার দিকে, আমার শূন্যতার দিকে।
আমি যেভাবেই আছি, যেভাবেই থাকি এ আমার জীবন, তুমি এই
জীবনের দিকে আর করুণ করুণ চোখে তাকিয়ে না কোনওদিন।
ভুলে গেছো যাও,
বিনিময়ে আমি যদি ভুলে না যাই তোমাকে, যেতে না পারি
সে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার, তুমি এই ব্যাপারটি নিয়ে ঘেঁটো না,
এ আমার জীবন, কার জন্য কাঁদি, কাকে গোপনে ভালোবাসি
জানতে চেও না।

ভুলে গেলে তো এই হয়, ছেড়ে চলে গেলে তো এই-ই হয় -- যার যার জীবনের মতো
যার যার ব্যক্তিগত ব্যাপারও যার যার হয়ে ওঠে।
তুমি তো জানোই সব, জেনেও কেন বলো যে মাঝে মাঝে যেন
খবর টবর দিই কেমন আছি!
আমার কেমন থাকায় তোমার কীই বা যায় আসে!
যদি খবর দিই যে ভালো নেই, যদি বলি তোমাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করছে,
যদি বলি তোমার জন্য আমার মন কেমন করছে,
শরীর কেমন করছে!
তুমি তো আর ছুটে আসবে না আমাকে ভালোবাসতে!
তবে কী লাভ জানিয়ে, কী লাভ জানিয়ে যে আমি অবশেষে সন্ন্যাসী হলাম!

পাখিটা

তোমার হৃদয়টা জমে পাথর হয়ে আছে,
পাথরটা দাও আমাকে, স্পর্শ করি,
ওকে গলতে দাও।
ভালোবাসা নামের পাখিটাকে তোমার বন্ধ খাঁচা থেকে উড়তে দাও,
নাহলে ও তো মরে যাবে।

ব্যস্ততা

তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম, যা কিছু নিজের ছিল দিয়েছিলাম,
যা কিছুই অর্জন উপার্জন!
এখন দেখ না ভিখিরির মত কেমন বসে থাকি!
কেউ ফিরে তাকায় না।
তোমার কেন সময় হবে তাকাবার! কত রকম কাজ তোমার!
আজকাল তো ব্যস্ততাও বেড়েছে খুব।
সেদিন দেখলাম সেই ভালোবাসাগুলো
কাকে যেন দিতে খুব ব্যস্ত তুমি,
যেগুলো তোমাকে আমি দিয়েছিলাম।

হিসেব

কতটুকু ভালোবাসা দিলে,
ক তোড়া গোলাপ দিলে,
কতটুকু সময়, কতটা সমুদ্র দিলে,
কটি নির্ঘুম রাত দিলে, ক ফোঁটা জল দিলে চোখের --- সব যেদিন ভীষণ আবেগে শোনাচ্ছিলে আমাকে, বোঝাতে চাইছিলে আমাকে খুব ভালোবাসো, আমি বুঝে নিলাম তুমি আমাকে এখন আর একটুও ভালোবাসো না।
ভালোবাসা ফুরোলেই মানুষ হিসেব কষতে বসে, তুমিও বসেছো।

ভালোবাসা ততদিনই ভালোবাসা
যতদিন এটি অন্ধ থাকে, বধির থাকে,
যতদিন এটি বেহিসেবী থাকে।

কারও কারও জন্য এমন লাগে কেন!

জানি না কেন হঠাৎ কোনও কারণ নেই, কিছু নেই, কারও কারও জন্য খুব
অন্যরকম লাগে
অন্য রকম লাগে,
কোনও কারণ নেই, তারপরও বুকের মধ্যে চিনচিনে কষ্ট হতে থাকে,
কারুকে খুব দেখতে ইচ্ছে হয়, পেতে ইচ্ছে হয়, কারুর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে
বসতে ইচ্ছে হয়,
সারাজীবন ধরে সারাজীবনের গল্প করতে ইচ্ছে হয়,
ইচ্ছে হওয়ার কোনও কারণ নেই, তারপরও ইচ্ছে হয়।
ইচ্ছের কোনও লাগাম থাকে না। ইচ্ছেগুলো এক সকাল থেকে আরেক সকাল পর্যন্ত
জ্বালাতে থাকে। প্রতিদিন।
ইচ্ছেগুলো পুরণ হয় না, তারপরও ইচ্ছেগুলো বেশরমের মত পড়ে থাকে,
আশায় আশায় থাকে।
কষ্ট হতে থাকে,   কষ্ট হওয়ার কোনও কারণ নেই, তারপরও হতে থাকে,
সময়গুলো নষ্ট হতে থাকে।

কারও কারও জন্য জানি না জীবনের শেষ বয়সে এসেও সেই কিশোরীর মত
কেন অনুভব করি।
কিশোরী বয়সেও যেমন লুকিয়ে রাখতে হত ইচ্ছেগুলো, এখনও হয়।
কি জানি সে, যার জন্য অন্যরকমটি লাগে, যদি
ইচ্ছেগুলো দেখে হাসে!
সেই ভয়ে লুকিয়ে রাখি ইচ্ছে, সেই ভয়ে আড়াল করে রাখি কষ্ট।
হেঁটে যাই, যেন কিছুই হয়নি, যেন আর সবার মত সুখী মানুষ আমিও, হেঁটে যাই।
যাই, কত কোথাও যাই, কিন্তু তার কাছেই কেবল যাই না, যার জন্য লাগে।

কারও কারও জন্য এমন অদ্ভুত অসময়ে বুক ছিঁড়ে যেতে থাকে কেন!
জীবনের কত কাজ বাকি, কত তাড়া!
তারপরও সব কিছু সরিয়ে রেখে তাকে ভাবি, তাকে না পেয়ে কষ্ট আমাকে কেটে কেটে
টুকরো করবে জেনেও তাকে ভাবি। তাকে ভেবে কোনও লাভ নেই জেনেও ভাবি।
তাকে কোনওদিন পাবো না জেনেও তাকে পেতে চাই।

জীবনের কথা

জীবন এত ছোট কেন! এত ছোট কেন জীবন!
ছোট কেন এত!
জীবনের ওপর প্রচণ্ড রাগ হয়,
হলিই যদি, এত ছোট হলি কেন!
এর রূপ রস গন্ধ ঘ্রাণ
উপভোগ করতে দে, দিলিই যদি জগতকে হাতে।
ভালোবাসা যদি শেখালিই, তবে পেতে দিস না কেন,
দিতে দিস না কেন সাধ মিটিয়ে!
খালি চলে যাস, খালি ফুরিয়ে যাস।

জীবন খসে যাক ধসে যাক
জীবন জাহান্নামে যাক,
চলো ভুলে যাই জীবন ফুরোচ্ছে সে কথা,
ভুলে যাই মৃত্যু বলে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘাড়ের ওপর বসে আছে।
চলো ভালোবাসি,
চলো বেঁচে থাকি, প্রচণ্ড বেঁচে থাকি
হৃদয় বাঁচিয়ে রাখি হৃদয়ের তাপে
যেমনই ভাঙাচোরা হোক জীবন, চলো জীবনের কথাই বলি,
চুম্বনে চুম্বনে শুকোতে থাকা শরীরকে ভিজিয়ে রাখি, তরতাজা রাখি।

শেখো

দুদিনের জীবন নিয়ে আমাদের কত রকম ঢঙ
কিছুক্ষণ পরই তো ঢঙ ঢঙ ঘন্টা বাজবে!
চোখে তখন আর রঙ নেই, সব সাদা কালো,
জঙ ধরা ত্বকে জাঁকালো
অসুখ হাঁটবে, অসুখ তো নয়, সঙ।
কিছুতে কি আর ফিরে পাবো চোখে, চোখের আলো!
বাদ দাও না ওইসব অহেতুক অহং,
যতদিন বাঁচো, ভালোবাসো। ভালো।
যতসব বোমা আর ভড়ং
প্রজাতি কি কোনওকালে টিকেছে এভাবে! হলে আস্ত মানুষখেকো!
এবার একটু শেখো। ভলোবাসতে শেখো।

আমেরিকা

কবে তোমার লজ্জা হবে আমেরিকা?
কবে তোমার চেতন হবে আমেরিকা?
কবে তোমার সন্ত্রাস বন্ধ করবে তুমি আমেরিকা?
কবে তুমি পৃথিবীর মানুষকে বাঁচতে দেবে আমেরিকা?
কবে তুমি মানুষকে মানুষ বলে মনে করবে আমেরিকা?
কবে এই পৃথিবীটাকে টিকে থাকতে দেবে আমেরিকা?
শক্তিমান আমেরিকা, তোমার বোমায় আজ নিহত মানুষ,
তোমার বোমায় আজ ধ্বংস নগরী,
তোমার বোমায় আজ চূর্ণ সভ্যতা,
তোমার বোমায় আজ নষ্ট সম্ভাবনা,
তোমার বোমায় আজ বিলুপ্ত স্বপ্ন।

কবে তোমার হত্যাযজ্ঞের দিকে তাকাবে, কুৎসিত মনের দিকে,
কলঙ্কের দিকে তাকাবে আমেরিকা,
কবে তুমি অনুতপ্ত হবে আমেরিকা?
কবে তুমি সত্য বলবে আমেরিকা?
কবে তুমি মানুষ হবে আমেরিকা?
কবে তুমি কাঁদবে আমেরিকা?
কবে তুমি ক্ষমা চাইবে আমেরিকা?

আমরা তোমার দিকে ঘৃণা ছুঁড়ে দিচ্ছি আমেরিকা,
আমরা ঘৃণা ছুঁড়তে থাকবো ততদিন, যতদিন না তোমার মারণাস্ত্র ধ্বংস করে তুমি হাঁটু গেড়ে বসো, ঘৃণা ছুঁড়তেই থাকবো যতদিন না তুমি প্রায়শ্চিত্য করো, আমরা ঘৃণা ছুঁড়বো, আমাদের সন্তান ছুঁড়বে, সন্তানের সন্তান ছুঁড়বে, এই ঘৃণা থেকে তুমি পরিত্রাণ পাবে না আমেরিকা।

তোমার কত সহস্র আদিবাসীকে তুমি খুন করেছো,
কত খুন করেছো এল সালভাদরে,
খুন করেছো নিকারাগুয়ায়,
করেছো চিলিতে, কিউবায়,
করেছো পানামায়, ইন্দোনেশিয়ায়, কোরিয়ায়,
খুন করেছো ফিলিপিনে,
করেছো ইরানে, ইরাকে, লিবিয়ায়, মিশরে, প্যালেস্তাইনে,
ভিয়েতনামে,
সুদানে, আফগানিস্তানে

-- মৃত্যুগুলো হিসেব করো,
আমেরিকা তুমি হিসেব করো, নিজেকে ঘৃণা করো তুমি আমেরিকা।
নিজেকে তুমি, এখনও সময় আছে, ঘৃণা করো।
এখনও তুমি তোমার মুখখানা লুকোও দু হাতে,
এখনও তুমি পালাও কোনও ঝাড় জঙ্গলে,
তুমি গ্লানিতে কুঁকড়ে থাকো,
কুঁচকে থাকো, তুমি আত্মহত্যা করো।

থামো,
একটু দাঁড়াও।
আমেরিকা তুমি তো গণতন্ত্র, তুমি তো স্বাধীনতা!
তুমি তো জেফারসনের আমেরিকা,
লিংকনের আমেরিকা,
তুমি মার্টিন লুথার কিংএর আমেরিকা,
তুমি রুখে ওঠো,
রুখে ওঠো একবার, শেষবার, মানবতার জন্য।

লজ্জা, ২০০০

পূর্ণিমাকে ধর্ষণ করছে এগারোটি মুসলমান পুরুষ, ভর দুপুরে।
ধর্ষণ করছে কারণ পূর্ণিমা মেয়েটি হিন্দু।
পূর্ণিমাকে পূর্ণিমার বাড়ির উঠোনে ফেলে ধর্ষণ করছে তারা।
পূর্ণিমার মাকে তারা ঘরের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছে,
চোখদুটো খোলা মার, তিনি দেখতে পাচ্ছেন তার কিশোরী কন্যার বিস্ফারিত চোখ,
যন্ত্রণায় কাতর শরীর।
পূর্ণিমার বোনটি উপুড় হয়ে পড়ে আছে মাকে শক্ত করে ধরে।
উঠোনে হুড়োহুড়ি, পূর্ণিমার মা পাথর–কণ্ঠে মিনতি করছেন, *বাবারা, এক সাথে না,*
একজন একজন কইরা যাও ওর কাছে।
এগারোটি উত্তেজিত পুরুষাঙ্গে তখন ধর্মের নিশান উড়ছে।
পূর্ণিমার কান্না ছাপিয়ে পূর্ণিমার মার, গ্রামের কুলবধূটির তুমুল চিৎকারে তখন দুপুর
দ্বিখণ্ডিত, তিনি ভিক্ষে চাইছেন বাবাদের কাছে, ––*'যা করার আমারে করো, ওরে ছাইড়া*
দেও।'

মুসলমানেরা পূর্ণিমাকে ছেড়ে দেয়নি,
পূর্ণিমার মাকেও দেয়নি,
ছ বছর বয়সী ছোট বোনটিকেও দেয়নি।
কেন দেবে! সবাই যে ওরা হিন্দু!

লজ্জা, ২০০২

প্রথমে মেয়েটির পেটের বাচ্চাটি বের করে নিল পেট কেটে, খুব ধারালো ছুরিতে কেটে,
এরপর বাচ্চাটির গলা কাটল তারা, মাথাটি ছুঁড়ে ফেললো মেয়েটির পায়ের কাছে, ধড়টি
মাথার কাছে। ছুঁড়ে ফেলে বেদম হাসতে লাগল তারা। কারা তারা?
তারা হিন্দু, সম্ভাব্য হিন্দুরাজ্যের দেশপ্রেমিক নাগরিক।
মেয়েটি যখন চিৎকার করছে বাঁচার জন্য, মেয়েটির শরীরে তারা আগুন লাগিয়ে দিল,
মেয়েটি পুড়তে থাকলো,
পুড়তে থাকলো,
পুড়তে পুড়তে কয়লা হচ্ছে মেয়েটি
তার ত্বক পুড়ে মাংস পুড়ে হাড় পুড়ে কয়লা হচ্ছে,
তার হৃদপিন্ড, তার ফুসফুস, তার জরায়ু পুড়ে কয়লা হচ্ছে, ছাই হচ্ছে।

কীদোষ ছিল মেয়েটির? কী অন্যায় সে করেছিল?
--সে মুসলমানের ঘরে জন্মেছিল।
তার মুসলমান একটি নাম ছিল।

এগারোই সেপ্টেম্বর

উঁচু দুটো বাড়ির পতন মানে উঁচু কিছুর পতন
অহঙ্কারের পতন
মহাশক্তির পরাশক্তির অহঙ্কারের পতন
তিমির গায়ে খলসে মাছের কামড় লাগলে তিমির বুঝি মান যায় না!
সাকুল্যে তিন হাজার মানুষের কথা বলছো!
মৃত্যুর কথা বলছো।
হাউ মাউ করে কাঁদছো যে!
মানুষের জন্য কাঁদছো?
এ তো দেখছি সত্যিই মাছের মায়ের কান্না গো! এত শোক কেন!
এত কেন হাহাকার!
সাগর বানিয়ে দিচ্ছ চোখের জল ফেলতে ফেলতে, মাসের পর মাস ফেলেই যাচ্ছো,
বছর ধরে ফেলছো।
ক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো যখন এক ইরাকেই তোমাদের ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়ামের
কারণে ঘরে ঘরে ক্যান্সার হচ্ছে, পঙ্গু শিশু জন্ম নিচ্ছে! আর দশ লক্ষ মানুষ মরে গেল
কেবল আন্তর্জাতিক এমবারগোতে?
ওরা বুঝি মানুষ নয়?
ক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো রুয়াণ্ডার গৃহযুদ্ধে লক্ষ লোকের মৃত্যুতে,
একটুও তো কাঁদোনি? সৌধ বানাতে চাওনি তো!
রুয়াণ্ডার মানুষ বুঝি মানুষ নয়?
কেবল তোমাদের উঁচু বাড়িতেই ছিল মানুষ!
আসলে ওরাও তো আর আলাদা করে খুব বেশি *মানুষ* ছিল না, বেশির ভাগই ছিল
দরিদ্র, ইললিগ্যাল ইমিগ্রেন্ট, এশিয়ার, লাতিন আমেরিকার।
(তবে কি মানুষের জন্য নয়, উঁচু বাড়িটার জন্যই কেঁদেছো! মানুষগুলোর কোনও
নিরহঙ্কারী ছোট বাড়ি ধ্বসে মৃত্যু হলে এত তো কাঁদতে না।)
কফোঁটা চোখের জল ফেলেছো বসনিয়ার মৃতদের জন্য?
অনাহারে মরে যাওয়া সোমালিয়ার তিনলক্ষ মানুষের জন্য?
ক ফোঁটা চোখের জল ফেলেছো যখন তৃতীয় বিশ্বের মানুষ কেবল না খেতে পেয়ে, কেবল
না চিকিৎসা পেয়ে, কেবল খাবার জলের অভাবেই মরে যাচ্ছে প্রতিদিন, প্রতিদিন সহস্র!
খবর রাখো? চোখে পড়ে ওসব?

কেবল উঁচু বাড়ি ভাঙলেই বুঝি চোখে পড়ে, উচু বাড়ির মৃত্যুই চোখে পড়ে,
ছোট বাড়ির, বস্তির, রাস্তার ঘরহীন মানুষ মরলে চোখে পড়ে না!
মৃত্যুটাও, মানুষের মৃত্যুটাও বীভৎসরকম রাজনীতির পাকে পড়ে গেল।
নিরীহ জীবন তো নয়ই, মৃত্যুর মত করুণ কাতর কষ্টকর জিনিসও
শেষপর্যন্ত   এই পাক থেকে সামান্যও   মুক্তি পেল না।

তিন চার পাঁচ

লোকটি বেরোলো ঘর থেকে, মুখে স্মিত হাসি,
পাড়ায় বলাবলি হয়, হাসিটি বেশ মানায় ও মুখে,
বয়স ষাট পেরিয়েছে কেউ বলবে না, স্ত্রীটিরও বেশ চোখ কাড়া রূপ।
আজ দুপুরবেলা লোকটি একাই বেরোলো,
একাই সে ভাবলো আজ ও বাড়িতে যাবে, ও বাড়ির যুবতীটি
কদিন ধরে কেমন কেমন চোখে যেন তাকাচ্ছে!
হাত ধরলেই যুবতী গলে যাবে, লোকটি নিশ্চিত,
মোম যেমন আগুন পেলেই গলে। গাটা এখন সত্যিকারের তার আগুন আগুন।
যুবতীটি একা থাকে, বছর দুই হল একা থাকে, বিচ্ছিরিরকম হিমহিম একা।
যুবতীর ফুটফুটে বাচ্চা–মেয়েটিরও সঙ্গী নেই, একা একাই বালুতে মিছিমিছির
ঘর বানিয়ে খেলে, যেমন ধারালো যুবতী, তেমন তার কন্যা।
লোকটি ওই বাড়িটির দিকে যাচ্ছে, ভর দুপুরে বাড়িটি খুব ফাঁকা থাকে।

খাপ থেকে উন্মাদ
সেনাপতির তলোয়ারের মত বেরিয়ে পড়তে চাইছে লোকটির অঙ্গ, পুরুষ–অঙ্গ।
ঢুকে যাচ্ছে সে সুনসান বাড়িটির ভেতর,
গাল গলা টিপে যুবতীটিকে গলিয়ে খেলতে থাকা শিশুটিকে
লোকটি, দীর্ঘদিন মনে মনে যা চাইছিল, তার তীব্র, গভীর গোপন সাধটি সে মেটায়,
ধর্ষণ করে।
শিশুটির বয়স পাঁচ। লোকটি সিদ্ধান্ত নেয়, পাঁচ তার অনেক হয়েছে,
এখন থেকে সে আর পাঁচের নয়, তিন চারের স্বাদ নেবে।

ও মেয়ে শোনো

তোমাকে বলেছে ––আস্তে,
বলেছে ––ধীরে.

বলেছে --কথা না,
বলেছে --চুপ।

বলেছে-- বসে থাকো,
বলেছে-- মাথা নোয়াও,
বলেছে -- কাঁদো।

তুমি কি করবে জানো?
তুমি এখন উঠে দাঁড়াবে
পিঠটা টান টান করে, মাথাটা উঁচু করে দাঁড়াবে,
তুমি কথা বলবে, অনর্গল বলবে, যা ইচ্ছে তাই বলবে,
জোরে বলবে,
চিৎকার করে বলবে,
এমন চিৎকার করবে যেন ওরা দুহাতে ওদের কান চেপে রাখে।

ওরা তোমাকে বলবে, ছি ছি! বেহায়া বেশরম
শুনে তুমি হাসবে।
ওরা তোমাকে বলবে, তোর চরিত্রের ঠিক নেই,
শুনে তুমি জোরে হাসবে
বলবে তুই নষ্ট ভ্রষ্ট
তুমি আরও জোরে হাসবে
হাসি শুনে ওরা চেঁচিয়ে বলবে, তুই একটা বেশ্যা
তুমি কোমরে দুহাত রেখে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে বলবে, হ্যাঁ আমি বেশ্যা।
ওদের পিলে চমকে উঠবে। ওরা বিস্ফারিত চোখে তোমাকে দেখবে। ওরা পলকহীন তোমাকে দেখবে। তুমি আরও কিছু বলো কি না শোনার জন্য কান পেতে থাকবে।
ওদের মধ্যে যারা পুরুষ তাদের বুক দুরু দুরু কাঁপবে,
ওদের মধ্যে যারা নারী তারা সবাই তোমার মত বেশ্যা হওয়ার স্বপ্ন দেখবে।

যা ইচ্ছে তাই

'শিউলি মেয়েটি এমন মিষ্টি করে হাসে আবার এমন কঠিন করে তাকায় যে না পারি চোখ সরাতে, না পারি রাখতে।' অরুণ বোধহয় বলল, নাকি সন্দীপ বলল,

দুজনের মধ্যে কেউ একজন বলেছে। এমনও হতে পারে কেউ বলেনি, আমার মন বলেছে। আমাদের জাহাজটি বিদ্যাসাগর সেতুর তল দিয়ে হাওড়া সেতুর তল দিয়ে কোথায় যাচ্ছে কে জানে, যতদুর চোখ যায়, সম্ভবত ততদুর যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বর মন্দির পেরিয়ে যাচ্ছে.. এসবের মধ্যে দেখি চাঁদা তুলে বেড়াচ্ছে শিউলি। গঙ্গার হাওয়া এসে উড়িয়ে দিচ্ছে তার শাড়ি, চুল, কানের দুল। যা ইচ্ছে তাই করার জন্য চাঁদা। বাহ, চমৎকার তো! যা ইচ্ছে তাই করার জন্য! জাহাজের চারপাঁচজন চাঁদা দিয়ে দিল। আমিও পাঁচশ টাকার একটি নোট ছুড়ে দিলাম। কিন্তু চাঁদা কেন? চাঁদার দরকার পড়ছে কেন! শিউলি থেমে ঘেমে কেশে হেসে বলল যে সে আর তার কজন শিল্পী-বন্ধু *যা ইচ্ছে তাই* করার জন্য একটি সংগঠনই নাকি গড়ে তুলেছে নতুন, এখন যা ইচ্ছে তাই করতে যেহেতু টাকার দরকার হয়, তাই টাকা।

কি রকম যা ইচ্ছে তাই?

বলল, যে যার ছেলেবন্ধু মেয়েবন্ধু সঙ্গে নিয়ে কোনও ঘর ভাড়া করব। পান করব, হল্লা করব। ফূর্তি করব, আনন্দ করব!

তারপর?

তারপর যে যার ঘরে ফিরে যাব। সব আনন্দর কথা ভুলে যাব।

আমি আঁতকে উঠি শুনে। তড়িঘড়ি জানতে চাই, ভুলে যাবে কেন? ভোলার প্রশ্ন ওঠে কেন! ভোলার প্রয়োজন কেন?

যা লজ্জা করবে না বুঝি?

যা ইচ্ছে তাই করলে বুঝি লজ্জা হয়!

শিউলির চোখ কাঁপে। ঠোঁট কাঁপে। চেপে ধরলে চুপচুপ করে বলে, সবারই তো ঘর সংসার আছে, অশান্তি হবে যে!

আমি তো যা ইচ্ছে তাই করতে চাই। কিন্তু কিছু করলে তো তা ভুলতে চাই না!

শুনে শিউলি ঈর্ষা ঈর্ষা দৃষ্টি ছুড়ে বলে, তোমার তো আর স্বামী সংসার নেই!

শিউলির হাত টেনে কাছে এনে তাকে ঘিরে কয়েক পাক নেচে বলি, এই যে দেখ যা ইচ্ছে তাই করছি, এর কথা ভুলবো কেন!

জাহাজের রেলিংএ গা এলিয়ে দিয়ে গঙ্গার ঘ্রাণ নিতে নিতে চোখ বুজে বলি, এই যে দেখ যা ইচ্ছে তা। গলায় পেঁচিয়ে থাকা ওড়নাটাকে হাওয়ায় ছুড়ে দিয়ে বলি, এই যে দেখ যা ইচ্ছে তা। জাহাজের ছাদে উঠে গলা ছেড়ে ভাটিয়ালি একটি গান গেয়ে শিউলিকে বলি, দেখলে তো যা ইচ্ছে তা করছি কেমন! শিউলি এদিক ওদিক তাকায়। সিঁড়ির কাছে যায়, আবার যায় না। ছাদে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করি, এগুলোকে বুঝি গোনোনি? মাথা নাড়ে মেয়ে। গোনেনি।

এরপর ও তো মুর্চ্ছা যায় দেখে যখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিলাম। দিব্যি ঘণ্টাখানিক সাত রকম সাঁতার কেটে যখন উঠে এলাম জাহাজে, এক -জাহাজ লোক হাঁ করে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করল, কী করলে এসব? আমি বললাম, যা ইচ্ছে তাই।

শিউলিকে এবার হাতে নাতে ধরি, গুনেছিলে? বলি সাঁতারটা গুনেছিলে।

বড় একটা শ্বাস ফেলে ঠোঁট উল্টে সুন্দরী বলে, না।

তবে কী গুনেছো?

কানে কানে বলে, পরপুরুষের সঙ্গে চুমু টুমু....। আড়ালে। কেউ যেন না দেখে। না বোঝে।

শুনে তুমুল হেসে উঠি। অরুণ কাছেই ছিল, বলি, ও অরুণ, তোমাকে খুব চুমু খেতে ইচ্ছে হচ্ছে যে।
মুহূর্তে লাল হয়ে গেল সে লজ্জায়। নিমরাজি ছেলেটির হাত স্পর্শ করতেই ছেলে রাজি। জাহাজের সবগুলো লোক দেখলো   দু বাহুতে আলিঙ্গণ করে চুমু খেলাম অরুণকে।
শিউলি কিন্তু বলেই চলছে, ছি ছি! তোমার লজ্জা নেই একেবারে। চুমু খেয়ে শিউলিকে *কোনওদিন তো ভুলে যেতে চাইবো না এই চুমুটির কথা* বলে যেই না রেলিংএ গা এলিয়ে হাওয়ার সঙ্গে নাচছি, আমার দেওয়া সেই   পাঁচশ টাকা আমাকে ফেরত দিয়ে শিউলি সরে গেল। অন্যদিকে চাঁদা তুলতে গেল।

পদ্মাবতী

স্বাতী আর শাশ্বতী ছিল, ওদের মধ্যে কী করে যেন চলে এলো   পদ্মাবতী, স্বর্গ থেকে উড়ে এল, কোনও হাওয়া তাকে এনে দিল, স্বপ্ন তাকে এনে দিল নাকি   এ পাশের বাড়ির বউ কেউ কিচ্ছু জানে না।
ফিনফিনে শাড়িটি আর ছোটখাটো যা ছিল গাএ, খুলে ফেলে সামনে এসে দাঁড়ালো পদ্মাবতী রূপবতী । স্বাতীর দুটো হাত আপনাতেই উঠে এলো পদ্মাবতীর বুকে ফুটে থাকা পদ্মে। শাশ্বতীর গায়ে স্নানের পর ফোঁটা ফোঁটা জল তখনও, চুলের শেষ বিন্দু থেকে ঝরছে

বিন্দু বিন্দু জল মসৃণ পিঠে, জল নয়, যেন নক্ষত্র। পদ্মাবতী ওই নক্ষত্রগুলো আঙুলে করে তুলে এনে এনে নিজের ঠোঁটে রাখছে। শাশ্বতী উঠে এলো লতার মত পদ্মাবতীর বাঁ হাতে, ঠোঁটের জল শুষে নিতে। ওদিকে স্বাতীর জিভের জল ভিজিয়ে দিচ্ছে পদ্মাবতীর পদ্মবৃন্ত। স্বাতীর ঠোঁটের সামনে এখন জগত, জগতের জ্যোতির্ময় জাদু।
পদ্মাবতী ধীরে ধীরে নিজেকে মেঘের মত শুইয়ে দিল আকাশে। আর তুলো তুলো এক শরীর মেঘের ভেতর শাশ্বতী হারিয়ে যাচ্ছে, স্বাতী পথ খুঁজে পাচ্ছে না। জলতৃষ্ণায় কাতর দুজন। পদ্মাবতীই দিল তাদের তৃষ্ণা মেটাতে। জন্মের তৃষ্ণা ছিল, মেঘে মুখ ডুবিয়ে জল পান করছে দুজনই। আহ, আকাশের গায়ে যেন একটি পুরো সমুদ্র এলিয়ে পড়েছে।
পদ্মাবতীর ভেজা ঠোঁটে উঠে এসেছে শাশ্বতীর ঠোঁটজোড়া। স্বাতীর ঠোঁটেও ঠোঁট।
বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে পদ্মাবতীর গায়ে, সেই বিদ্যুৎ ঝলসে দিচ্ছে স্বাতীকে, শাশ্বতীকে।
জোড়া জোড়া ঠোঁট মিলে যাচ্ছে মিশে যাচ্ছে বিদ্যুতে।
প্রেম হচ্ছে ঠোঁটে ঠোঁটে।
প্রেম হচ্ছে আকাশপারে।
নারী থেকে নারী জন্ম নিচ্ছে।

নারী–জন্ম

তাদের জন্য আমার করুণা হয় যারা নারী নয়
দুর্ভাগাদের জন্য আমার দুঃখ হয়, যারা নারী নয়।
অবিশ্বাস্য এই শিল্প, অতুলনীয় শিল্প এই নারী, বিশ্বের বিস্ময়, বিচিত্রিতা।
আমি নারী, বারবার চাই, শতবার চাই নারী হতে, নারী হয়ে জন্ম নিতে। সহস্র জন্ম চাই আমি, নারী জন্ম চাই। নারীর প্রেম চাই, তার কামরসে স্নান চাই, মৈথুন চাই।
মৈথুনে মোহাচ্ছন্ন হতে হতে মরিয়া হয়ে চাই একটি শিশু, আমার তীব্র প্রচণ্ড চাওয়া তীব্রতর হতে থাকে যতক্ষণ না আমার নারী–শরীরটিই শুক্রাণুর জন্ম দিচ্ছে।

একটি ভ্রূণ আমার জরায়ুতে।
নারী-শিশু জন্ম দেব আমি, আমি নারী, জন্ম দেব নারী-শিশু।
আমি ভালোবাসছি সর্বদর্শী সর্বময়ী সর্বব্যাপিনী শাশ্বতী নারীশক্তি। ভালোবাসছি নারীশিশু, কিশোরী, তরুণী, যুবতী, বৃদ্ধা। হিরন্ময়ী ইচ্ছাময়ী প্রাণবতী হৃদয়বতী আবর্তিত হতে হতে বিবর্তিত হতে হতে সম্রাজ্ঞী হতে হতে গোটা ব্রম্মাণ্ডের ঈশ্বরী হচ্ছে।
ভালোবাসছি আমাকে!
নারীকে।
নারী-জন্মকে।

মন ওঠো

মন তুমি ওঠো, ওঠো তুমি, তুমি ওঠো মন,
মন মন মন ওঠো মন ওঠো মন তুমি ওঠো ওঠো মন
মন ওঠো তুমি
ওঠো তুমি মন
মন মন মন
ওঠো, লক্ষ্মী মন, তুমি ওঠো এবার,
ওঠো ওই পুরুষ থেকে, মন ওঠো,

ওঠো তুমি, শেকল ছিঁড়ে ওঠো, ভালোবাসার শক্ত শেকলটা ছিঁড়ে এখন ওঠো
তুমি তোমার মত করে কথা বলো,
তুমি তোমার মত তাকাও
তোমার মত হাসো
আনন্দ তোমার মত করে করো। দুঃখ তোমার মত করো।

মন তুমি ওঠো, যতক্ষণ তুমি ওই পথে, পথিকে, ওই পতিতে, ওই পুরুষে,
পুরুষের পদাঙ্কে, পদাশ্রয়ে, ওই পাতে, পতনে,
যতক্ষণ তুমি পরজীবী, তুমি পরোপজীবী, যতক্ষণ পরায়ত্ত, পরাহত,
ততক্ষণ তুমি তুমি নও।
যতক্ষণ প্রণত, প্রচ্ছন্ন, ততক্ষণ তুমি প্রফুল্ল নও, প্রবল প্রখর নও, প্রতাপান্বিত নও
ওঠো, পরিত্রাণ পেতে ওঠো, প্রাণ পেতে ওঠো।
মন ওঠো মেয়ে, ও মেয়ে, ওঠো,
পুনর্জন্ম হোক, পুনরুত্থান হোক তোমার।

হৃদয়ে কখনও এমন আস্ত একটি পুরুষ পুরে রেখো না,
পুরুষ যখন ঢোকে, একা ঢোকে না, গোটা পুরুষতন্ত্র ঢোকে।
এই তন্ত্রের মগজ–মন্ত্রে মুগ্ধ হবে, প্রেমে প্রলুব্ধ হবে, মৃত্যু হবে তোমার তোমার।
ও মন তুমি ওঠো, নাচো, তোমার মত, তোমার মত করে বাঁচো।

ফেস অফ

মেয়েটি আসছে
মুখটি পোড়া
মুখটি এখন আর মুখের মত দেখতে নয়,
এক তাল কাদার ওপর দিয়ে যেন দৈত্য হেঁটে গেল,
বীভৎস মুখটি। মুখ বলতে আসলে কিছু আর নেই।

সে কোনও অ্যাসিড হাতে নিয়ে আসছে না,
কোনও অ্যাসিড সে ছুঁড়বে না তোমার মুখে,
সে এত নিষ্ঠুর নয়, এত নিষ্ঠুর সে হতে পারে না,
তোমার মুখটিকে তোমার মুখ থেকে সে খামচে তুলবে না।

কিন্তু সে তোমার দিকে হেঁটে আসছে,
তার চোখদুটো ইলেকট্রিক তারে ঝুলে থাকা
মরা বাদুরের মত ঝুলে আছে কোটর থেকে,
তার নাকটা সম্পূর্ণই থেতলে গেছে,
কোনও কপাল নেই, গাল নেই, কোনও ঠোঁট নেই।
কিন্তু তার সবগুলো দাঁত এখনও আছে,
দাঁতগুলো পুড়ে যায় নি, দাঁতগুলো এখনও সাদা, এখনও ধারালো,
দাঁতগুলো তোমাকে কামড় দেওয়ার জন্য।
সে তোমার মুখে কামড় দিচ্ছে না, বাহুতে বা বুকে কামড় দিচ্ছে না,
পেটে দিচ্ছে না, পিঠে দিচ্ছে না।
কিন্তু সে কামড় দিচ্ছে, সে তোমার পুরুষাঙ্গে কামড় দিচ্ছে,
সি বাইটস ইওর ডিক-অফ।

(কবিতাটি প্রথম ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। এটি তার বাংলা অনুবাদ)

নষ্ট মেয়ে

ওরা কারো কথায় কান দেয় না, যা ইচ্ছে তাই করে,
কারও আদেশ উপদেশের তোয়াককা করে না,
গলা ফাটিয়ে হাসে, চেঁচায়, যাকে তাকে ধমক দেয়
নীতি রীতির বালাই নেই, সবাই একদিকে যায়, ওরা যায় উল্টোদিকে
একদম পাগল!
কাউকে পছন্দ হচ্ছে তো চুমু খাচ্ছে, পছন্দ হচ্ছে না, লাথি দিচ্ছে

লোকে কি বলবে না বলবে তার দিকে মোটেও তাকাচ্ছে না।
ওদের দিকে লোকে থুতু ছোড়ে, পেচ্ছাব করে
ওদের ছায়াও কেউ মাড়ায় না, ভদ্রলোকেরা তো দৌড়ে পালায়।
নষ্ট মেয়েদের মাথায় ঘিলু বলতেই নেই, সমুদ্রে যাচ্ছে, অথচ ঝড় হয় না তুফান হয়
একবারও আকাশটা দেখে নিচ্ছে না।
ওরা এরকমই, কিছুকে পরোয়া করে না
গভীর অরণ্যে ঢুকে যাচ্ছে রাতবিরেতে, চাঁদের দিকেও দিব্যি হেঁটে যাচ্ছে!

আহ, আমার যে কী ভীষণ ইচ্ছে করে নষ্ট মেয়ে হতে।

(এ কবিতাও ইংরেজি থেকে অনুবাদ)

পারো তো ধর্ষণ করো

আর ধর্ষিতা হয়ো না, আর না
আর যেন কোনও দুঃসংবাদ কোথাও না শুনি যে তোমাকে ধর্ষণ করেছে
কোনও এক হারামজাদা বা কোনও হারামজাদার দল।
আমি আর দেখতে চাই না একটি ধর্ষিতারও কাতর করুণ মুখ,

আর দেখতে চাই না পুরুষের পত্রিকায় পুরুষ সাংবাদিকের লেখা সংবাদ
পড়তে পড়তে কোনও পুরুষ পাঠকের আরও একবার মনে মনে ধর্ষণ করা ধর্ষিতাকে।
ধর্ষিতা হয়ো না, বরং ধর্ষণ করতে আসা পুরুষের পুরুষাঙ্গ কেটে ধরিয়ে দাও হাতে,
অথবা ঝুলিয়ে দাও গলায়,
খোকারা এখন চুষতে থাক যার যার দিগ্বিজয়ী অঙ্গ, চুষতে থাক নিরুপায় ঝুলে থাকা
অন্ডকোষ, গিলতে থাক এসবের রস, কষ।
ধর্ষিতা হয়ো না,পারো তো পুরুষকে পদানত করো, পরাভূত করো,
পতিত করো, পয়মাল করো
পারো তো ধর্ষণ করো,
পারো তো ওদের পুরুষত্ব নষ্ট করো।
লোকে বলবে, ছি ছি, বলুক।
লোকে বলবে এমন কী নির্যাতিতা নারীরাও যে তুমি তো মন্দ পুরুষের মতই,
বলুক, বলুক যে এ তো কোনও সমাধান নয়, বলুক যে তুমি তো তবে ভালো নও
বলুক, কিছুতে কান দিও না, তোমার ভালো হওয়ার দরকার নেই,
শত সহস্র বছর তুমি ভালো ছিলে মেয়ে, এবার একটু মন্দ হও।

চলো সবাই মিলে আমরা মন্দ হই,
মন্দ হওয়ার মত ভালো আর কী আছে কোথায়!

জ্যাকেটে পরিচয়

তসলিমা নাসরিনের জন্ম ময়মনসিংহ শহরে। ২৫ আগস্ট, ১৯৬২। ডাক্তারি পাশ করেছেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে। কয়েক বছর চাকরি করেছেন বিভিন্ন হাসপাতালে। লেখালেখি শুরু কিশোর–বয়সেই। কবিতা লিখতেন, কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। একসময় গদ্য রচনাতেও হাত দেন। লেখালেখির জন্য অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, আবার বিতর্কিতও হয়েছেন। গদ্য পদ্য প্রবন্ধ উপন্যাস আত্মজীবনী সব মিলিয়ে বই লিখেছেন প্রায় তিরিশটি। তাঁর বই ফরাসি, জর্মান, স্প্যানিশ, ইতালীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। লেখালেখির কারণে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা তাঁর মাথার মূল্য ঘোষণা করেছে, তাঁর ফাঁসির দাবিতে সারা দেশে তাণ্ডব চালিয়েছে। সরকার তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছে। তাঁকে একবছরের জেলও দিয়ে দিয়েছে একটি আদালত। তসলিমা নাসরিন ১৯৯৪ থেকে তাঁর প্রিয় স্বদেশ থেকে নির্বাসিত।

তিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন দুবার --------১৩৯৮ সালে নির্বাচিত কলাম এবং ১৪০৬ সালে আমার মেয়েবেলা গ্রন্থের জন্য। সুইডিশ পেন ক্লাবের *কুর্ট টুখোলস্কি* সাহিত্য পুরস্কার, ফ্রান্সের *এডিট দ্য নানত* পুরস্কার, ফরাসি সরকারের মানবাধিকার পুরস্কার, মুক্তচিন্তার জন্য ইওরোপীয় পার্লামেন্টের শাখারভ পুরস্কার, ইন্টারন্যাশনাল হিউমেনিস্ট এন্ড এথিক্যাল ইউনিয়ন থেকে *ডিসটিংগুইস্ট হিউমেনিস্ট* পুরস্কার, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব হিউম্যানিজম থেকে *হিউমেনিস্ট লরিয়েট* ছাড়াও বেলজিয়ামের গেন্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মানবাধিকারে অবদানের জন্য *সাম্মানিক ডক্টরেট* পাওয়ার সম্মান অর্জন করেছেন।